বর্ষ-৩, খণ্ড- ১০

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২২
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি দেশ-সহায়ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় জীবিকা মিশন নারী শক্তিকে এক নতুন পরিচয় প্রদান করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছেন। তাঁদের শক্তি এবং সংকল্পের ফলে আজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি দেশ-সহায়ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

“সৌর ও মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে”

সূর্য উপাসনার ঐতিহ্য প্রমাণ করে যে আমাদের সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস প্রকৃতির সাথে কত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে সৌর শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের প্রচেষ্টা এবং গুরুত্বের বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, ঐতিহ্য এবং বিজ্ঞানের সংমিশ্রণের কথা বলেছেন। এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত-এর সাথে ‘ছট’ উৎসবের কথা বলেছেন। পরিবেশ রক্ষায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি তিনি মোধেরার সৌর গ্রামের মানুষের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের সারাংশ:

- **সৌর গ্রাম:** মোধেরা সৌর গ্রামের অধিকাংশ পরিবার সৌর শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে শুরু করেছে। অনেক পরিবার এখন আর মাসিক বিদ্যুৎ খরচের জন্য বিল পায় না, বরং বিদ্যুৎ আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে। সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন সূর্য গ্রাম সৃষ্টি ভারতে একটি বড় গণআন্দোলনে পরিণত হবে।
- **ছট পুজোর গুরুত্বঃ** ছট পূজা হল ‘এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর এক আদর্শ উদাহরণ। পুজোর জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় প্রস্তুত করা হয়। এই উৎসব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করে।
- **সূর্য এবং বিজ্ঞান:** এমন একটি সময়ে যখন সমগ্র বিশ্ব সৌর শক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, আমাদের দেশের মানুষেরা সর্বদা সূর্য দেবতাকে শ্রদ্ধা জানায়। এটি আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ভারত আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ঐতিহ্যগত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করছে। ভারত এখন সৌরশক্তি ক্ষেত্রে অন্যতম বৃহৎ উৎপাদনকারী দেশ।
- **সৌর পাম্প এবং জীবন:** সৌর শক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে, ভারত দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমের কৃষক থিরু কে.আজিলন তাঁর খামারে একটি সৌর পাম্প বসানোর জন্য পিএম কুসুম স্কিমের সাহায্য নিয়েছিলেন,বিদ্যুতের জন্য অর্থ সাশ্রয় হয়েছিল। রাজস্থানের ভরতপুরের বাসিন্দা কমল মীনা তার খামারে একটি সৌর পাম্প স্থাপন করেছিলেন, যা খরচ হ্রাস করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছিল।
- **সৌর শক্তির সাহায্যে অর্থ সাশ্রয়:** সৌর শক্তির সাহায্যে এখন অর্থ সাশ্রয় হবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে। জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরের মনজুর আহমেদ লাড়ওয়াল তাঁর বাড়ির ছাদে সোলার প্ল্যান্ট বসিয়ে অর্থ সাশ্রয় করেছেন। ওড়িশার কুন্নি দেওরি আদিবাসী মহিলাদের সৌরশক্তি চালিত রিলিং মেশিন ব্যবহার করে রেশম উৎপাদন করা শেখাচ্ছেন, এর ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে।
- **মহাকাশ ক্ষেত্র:** আমাদের নজর মহাকাশ ক্ষেত্র। সৌর ও মহাকাশ- এই উভয় ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সাফল্য সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য মহাকাশ ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, ফলে দেশের তরুণদের সামনে নতুন সুযোগের পথ সৃষ্টি হয়েছে। ক্রায়োজেনিক রকেট প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের নতুন পথ প্রশস্ত করছে।
- **পরিবেশ-বান্ধব জীবন:** আজকাল, দেশবাসীর মধ্যে পরিবেশ বান্ধব জীবনযাপনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরের সুরেশ কুমার ২০ বছর আগে চারা রোপণ করে সহকারনগরের বনাঞ্চলকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের আনাকাট্টির একদল আদিবাসী মহিলা পরিবেশ বান্ধব পোড়ামাটির কাপ প্রস্তুত করেছেন, তাঁদের তৈরি দশ হাজার কাপ রফতানির জন্য প্রস্তুত। ত্রিপুরার কিছু গ্রাম রয়েছে যা বায়ো-ভিলেজ-২ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে।
- **ভারত এবং টেকএড:** এটি প্রযুক্তির দশক। হ্যাকাথনের মাধ্যমে দেশের সমস্যা সমাধানে দেশের তরুণরা অসাধারণ গতিতে কাজ করছে। এই মাসে ২৩টি আইআইটি তাদের উদ্ভাবনী এবং গবেষণা প্রকল্পগুলি উপস্থাপন করতে একত্রিত হয়েছিল। আইআইটি ভুবনেশ্বরের গবেষকরা একটি বহনযোগ্য ভেন্টিলেটর তৈরি করেছেন যা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের প্রাণ রক্ষায় ব্যবহার করা যেতে পারে। আইআইটি মাদ্রাজ এবং আইআইটি কানপুর দেশীয় ফাইভ-জি টেস্টবেড তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছে।

মন কি বাত শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার

বর্ষ-৩, খণ্ড- ১০ ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২২

প্রধান সম্পাদক
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শ সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
বিভোর শর্মা

সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
চন্দন কুমার চৌধুরী
অখিলেশ কুমার

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংরেজি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু),
পৌলমী রক্ষিত (বাংলা)

বরিষ্ঠ পরিকল্পক
শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

পরিকল্পক
দিব্যা তলোয়ার,
অভয় গুপ্ত

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

@NISPIBIndia - এই টুইটার হ্যান্ডেলটি অনুসরণ করুন।

ভিতরের পাতায়

স্বনির্ভর দলগুলি দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বনির্ভরতা তাঁদের নতুন পরিচয় প্রদান করেছে। দেশের উন্নতিতে এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অবদান সমাজের সামগ্রিক চিত্রে পরিবর্তন এনেছে। ১৪-২৫

ভক্তি এবং শক্তির দীপাবলি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যা এবং কার্গিলের সেনাদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করেছেন। ১২-১৩

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

এই বিভাগে সেই সকল বীরের কাহিনি পড়ুন যারা এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ৪৫-৪৮

সংবাদ সংক্ষেপ। ৪-৫

ব্যক্তিত্ব- ডঃ ভার্গিস কুরিয়েন। ৬-৭

সংবিধান দিবস বিশেষ
আমাদের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটেছে সংবিধানে। ৮-১০

ঐতিহ্যকে সঙ্গী করে উন্নয়ন। ১১

প্রধানমন্ত্রীর গুজরাত সফর। ২৬-২৯

ভদোদরায় এয়ারক্র্যাফট উৎপাদন প্ল্যান্ট
দেশে এই প্রথম কোনও বেসরকারি ক্ষেত্র সামরিক পরিবহন বিমান উৎপাদন করবে। ৩০-৩১

এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের পথে। ৩২-৩৩

ফ্ল্যাগশিপ স্কিম
সবাই স্বপ্নের বাড়ি পেয়েছে। ৩৪-৩৭

বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ২.০
সরকারি বিভাগ থেকে ৫৪ লক্ষেরও বেশি ফাইল নিস্পত্তি করা হয়েছে। ৩৮-৪০

ই-রুপির সূচনা। ৪১

ইন্টারপোলের ৯০তম সাধারণ সমাবেশ। ৪২-৪৩

চিন্তন শিবির
সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর গুরুত্ব আরোপ। ৪৪

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: মণীশ দেশাই, মহা নির্দেশক, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন
মুদ্রণ:ইনফিনিটি অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, এফবিডি- ওয়ান কর্পোরেট পার্ক, দশম তল, ফরিদাবাদ- ১২১০০৩
যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল রুম নম্বর: ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩ **ইমেল:** response-nis@pib.gov.in **RNI No. :** DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের কলমে

ভারত প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য প্রস্তুত

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,

যখন কোনও দেশ আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তখনই সেই দেশের উন্নতি সম্ভব। দেশের সার্বিক উন্নতি তখনই সম্ভব যখন দেশের শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলে সুযোগ-সুবিধা- জীবনযাত্রার মধ্যে সমতা আসে। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এমনই একটি উদ্যোগ হল দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন। লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের কাছে এটি আয় ও জীবিকার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। এই উদ্যোগের ফলে নারী শক্তি এক নতুন পরিচয় ও দিকনির্দেশনা পেয়েছে। গ্রামীণ কৃষি, পশুপালন, ডিজিটাল পরিষেবা, শিক্ষা, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, বিমা-সম্পর্কিত পরিষেবা, বিপণন এবং পুষ্টি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলারা ক্রমাগত যুক্ত হচ্ছেন, এক্ষেত্রে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় জীবিকা মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সক্ষমতা এবং দৃঢ় সংকল্পের কারণে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি প্রকৃত অর্থে দেশ সহায়ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। কোভিডের মতো অভূতপূর্ব পরিস্থিতি হোক বা তেরঙ্গা উত্তোলন উদযাপন বা সরকারি প্রকল্প, এই গোষ্ঠীগুলির অবদান অনস্বীকার্য। নিজেদের উন্নতির পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮.৬ কোটিরও বেশি মহিলা আনুমানিক ৮০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদান করেছেন। স্বাধীনতার অমৃত কালের মধ্যে একটি উন্নত ও স্বনির্ভর ভারত গড়তে মহিলাদের এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমাদের এই সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ হিসাবে তাই জীবিকা মিশনের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৫ সালের ২৬ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের দেশের যাত্রা নতুন ধারায় চালিত করেছিলেন। সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকে এই দিনটিকে 'সংবিধান দিবস' হিসাবে উদযাপন করা হয়। সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণে কিছু অংশ সম্বলিত একটি কাহিনি রয়েছে এই সংখ্যায়। ব্যক্তিত্ব বিভাগে শ্বেত বিপ্লবের জনক ভার্গিস কুরিয়েনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, তাঁর পরিকল্পনা, পরিচালনার ফলেই দুগ্ধ উৎপাদনে ভারত সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছে।

প্রত্যেকের স্বপ্ন একটি বাড়ির মালিক হওয়া, এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহরাঞ্চল-গ্রামীণ) সেই স্বপ্নকে সত্যি করতে সাহায্য করেছে। এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণীয় নিবন্ধ হল আবাস যোজনার বার্ষিকী এবং আবাস উৎসব উপলক্ষ্যে এর সাফল্য, অমৃত মহোৎসব, মন কি বাত, সৈনিকদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপনের কাহিনি।

ধন্যবাদান্তে,

(সত্যেন্দ্র প্রকাশ)

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

ডাকবাক্স

প্রিয় সম্পাদক,
আমি বেশ কিছুদিন ধরে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা পাঠ করছি। ইমেলের মাধ্যমে আমি এই পত্রিকার সংখ্যা পড়ার সুযোগ পেয়েছি। পত্রিকার সর্বশেষ সংস্করণটি তথ্যবহুল এবং আমি এটা ভেবে গর্বিত হই যে বর্তমান সরকার আমাদের স্বদেশী পণ্যগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার করছে। আমাদের দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দ্রব্য সংগ্রহ করা কঠিন ছিল যদি না আমাদের সেখানে কেউ না থাকে বা আমরা ব্যক্তিগতভাবে সেখানে না যাই। এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমি পরবর্তী সংস্করণের জন্য অপেক্ষা করছি!

গীতা এস
geetha.sarma@gmail.com

মহাশয়,
নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার ই-সংস্করণ পাঠানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমি অনলাইনে এই পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করি, কারণ আমার ইমেলে আমি এই পত্রিকার ই-কপি পাই। এখন, আমি এই নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ম্যাগাজিনের হার্ড কপি পেতে চাই। এই পত্রিকা আমাদের দেশের নতুন উন্নয়ন প্রকল্প, আসন্ন ঘটনা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি চমৎকার এবং তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকা!

ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা,
ভারত পাঞ্চাল

পত্রিকাটি পেয়ে আমি খুবই খুশি। আমি 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক। পত্রিকার প্রকাশনা অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং নিবন্ধগুলি তথ্যে সমৃদ্ধ। এতে ভারতের অগ্রগতির তথ্য রয়েছে, যা ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব সিরিজের প্রচ্ছদ এবং আখ্যানগুলি খুবই ভাল লেগেছে।

আনন্দ তারাচাঁদ শর্মা
anandzmpress@gmail.com

সাম্প্রতিকতম সংখ্যাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। প্রকৃতপক্ষে, এটা প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে গর্ব যে ভারতীয় পণ্যগুলি বিশ্ব বাজার দখল করেছে। উৎপাদনকারীরা প্রশংসার যোগ্য, কারণ তাঁরা এত উচ্চ মানের পণ্য প্রস্তুত করছেন, যা রফতানি করা হচ্ছে। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার প্রতিটি ই-সংখ্যায় টাস্ক বারে লাউডস্পিকারের একটি আইকন দেখা যায়, দয়া করে আমায় এর ব্যবহারবিধি জানাবেন। যাইহোক, যখন আমি এটিতে ক্লিক করি, কোন অডিও শোনা যায় না। আপনাকে এবং এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই।

ইতি,

শেভদে, কিশোর কে
kishor.shevde@gmail.com

অনুসরণ করুন @NISPIBIndia

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩
ইমেল: response-nis@pib.gov.in

কর্ম মেলা

১০ লক্ষ কর্মী নিয়োগের প্রচার শুরু হয়েছে

সরকার নতুন ভারতের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে তরুণ তরুণীদের সর্বাধিক স্ব-রোজগার এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে। এই লক্ষ্য নিয়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ অক্টোবর নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৭৫ হাজার কর্মীকে নিয়োগপত্র হস্তান্তর করার জন্য কর্মসংস্থান মেলার উদ্বোধন করেন। ১২ মাসে ১০ লক্ষ চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। স্বাধীনতার ৭৫ বছরের চলমান অমৃত মহোৎসবকে সামনে রেখে আগামী ১২ মাসের মধ্যে প্রতি মাসে ৭৫ হাজার চাকরি দেবে সরকার। বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মিশন মোডে নিয়োগ করছে বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একযোগে নিয়োগপত্র দেওয়ার অনুশীলন শুরু করা উচিত যাতে বিভাগগুলিতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত যুবকদের প্রতি জানান "একুশ শতকের ভারতে সরকারি পরিষেবার অর্থ হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। আপনি যখনই অফিসে প্রবেশ করবেন তখন সর্বদা আপনার 'কর্তব্য পথ' মনে রাখবেন।"

সিকিমের ১৪-টানেল রেল নেটওয়ার্ক সাহসিকতার নিদর্শন হয়ে উঠবে, ৫৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে

স্বাধীনতার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্য রাস্তা, রেল এবং বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিল। ফলে উন্নয়নের দৌড়ে এই রাজ্যগুলি পিছিয়ে ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং এই 'অষ্টলক্ষ্মী'র উন্নয়ন এবং সংযোগ প্রকল্পগুলি নিজে পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এই অঞ্চলের সাতটি রাজ্যের রেল সংযোগ শুরু হয়েছে, এখন অষ্টম রাজ্য সিকিমের জন্য নতুন রেললাইন প্রকল্প সিভোক-রংপো (৪৫ কিমি) এর কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। পশ্চিমবঙ্গের সিভোক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত নতুন রেললাইন তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৮৬ শতাংশ এলাকায় ১৪টি টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে। টানেলের ৫৮% খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এবং ১৩টি বড় সেতুর ৪২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই বিভাগের দীর্ঘতম টানেলটির আয়তন ৫.৩০ কিলোমিটার এবং সবচেয়ে ছোট টানেলটি ৫৩৮ মিটার। এই রেললাইনে সিভোক এবং রংপো-সহ পাঁচটি স্টেশন নির্মাণ করা হবে। সিভোক, রেয়াং, মেলি এবং রংপো খোলা হবে এবং তিস্তা বাজারে একটি ভূ-গর্ভস্থ হল্ট স্টেশন তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই রেললাইন তৈরি হওয়ার ফলে এলাকায় যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে চলেছে। এই যাত্রা শেষ হবে দুই ঘণ্টারও কম সময়ে। রেলপথ নির্মাণ হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের পর্যটন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনই কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে কারণ বর্তমানে এনএইচ-১০ হল একমাত্র রাস্তা যা সিকিমকে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

দেশের সামুদ্রিক ঐতিহ্য প্রদর্শিত হবে লোথালে

গুজরাটের লোথাল হরপ্পা সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম মানবসৃষ্ট সমুদ্রবন্দর আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। ভারতের বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ঐতিহ্য রয়েছে। দেশের এই সুপ্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দিতে লোথালে 'ন্যাশনাল মেরিটাইম হেরিটেজ কমপ্লেক্স' নির্মিত হচ্ছে। এই কমপ্লেক্স নির্মাণে খরচ হচ্ছে ৩৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে রয়েছে হরপ্পা স্থাপত্য, চারটি থিম পার্ক, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু বাতিঘর যাদুঘর এবং ১৪টি গ্যালারী যা হরপ্পা সভ্যতার সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের সামুদ্রিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করে। রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করে একটি উপকূলীয় রাজ্য প্যাভিলিয়নও থাকবে। ১৮ অক্টোবর নির্মাণ কার্য পর্যালোচনা করার পরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমরা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত অনুভূতিগুলির সংরক্ষণ করি। গত আট বছরে ভারত তার ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করেছে।"

দুটি নতুন ভারতীয় সমুদ্র সৈকত 'নীল পতাকা' শংসাপত্র পেয়েছে, তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১২টি সৈকত

'ব্লু ফ্ল্যাগ বিচ সার্টিফিকেশন' বা নীল পতাকা সৈকত শংসাপত্র পাওয়ার জন্য 'বিচ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড বিউটি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস' (বিএএমএস) কর্মসূচির অধীনে, সৈকতে দূষণ প্রশমন, সৌন্দর্যায়ন, নিরাপত্তা, পরিবেশগত শিক্ষা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মতো বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, এর ফলে আরও দুটি ভারতীয় সমুদ্র সৈকত নীল সমুদ্র সৈকতের তালিকায় জায়গা করে নিতে পেরেছে।

এখন নীল সমুদ্র সৈকতের তালিকায় ১২টি ভারতীয় সমুদ্র সৈকত রয়েছে। মিনিকয়ের থুন্ডি বিচ এবং লক্ষদ্বীপের কদমত সৈকত এই তালিকায় সম্প্রতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ব্লু ফ্ল্যাগ হল একটি আন্তর্জাতিক ইকো-লেবেল। বিশ্বের সবচেয়ে পরিষ্কার সমুদ্র সৈকতগুলিকে এই সম্মান দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব টুইট করেছেন, "গর্বের মুহূর্ত! এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক সুস্থায়ী পরিবেশ গঠনের পথে ভারতের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রমাণ। সবচেয়ে প্রাচীন এবং মনোরম সমুদ্র সৈকতগুলির মধ্যে অন্যতম হল থুন্ডি সমুদ্র সৈকত। লক্ষ দ্বীপপুঞ্জের সাদা বালি দিয়ে ঘেরা কদমত সমুদ্র সৈকত বিশেষ করে জলক্রীড়ার জন্য পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

মহাকাশ ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে: বিশ্ব নতুন ভারতের সম্ভাবনা দেখছে

ভারতের মহাকাশ খাত দ্রুত স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ২৩ অক্টোবর সারা বিশ্ব মহাকাশ ক্ষেত্রে নতুন ভারতের অপার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিল। ওই দিন ইসরো এখনও পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে ভারী রকেট এলভিএমথ্রি-এর মাধ্যমে বৈশ্বিক সংযোগের জন্য ৩৬টি উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করে ইতিহাস তৈরি করেছিল। ইসরো দ্বারা পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা বিদেশি উপগ্রহের সংখ্যা এখন হয়েছে ৩৮টি। এটি এলভিএমথ্রি-এর প্রথম বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ। এই রকেটটি ৪৩.৫ মিটার দীর্ঘ এবং ৬৪৪ টন ওজনের, যা ৮ হাজার কেজি ওজন বহন করতে সক্ষম। ভারতের নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ হল ওয়ানওয়েব, প্রথমবার উপগ্রহগুলিকে কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য একটি ভারতীয় রকেট ব্যবহার করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করেছেন, "এনএসআইএল, মহাকাশে এবং ইসরোকে অভিনন্দন! বিশ্বব্যাপী সংযোগের জন্য আমাদের সবচেয়ে ভারী লঞ্চ ভেহিকল এলভিএমথ্রি -এর মাধ্যমে ৩৬টি ওয়ানওয়েব উপগ্রহ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এলভিএমথ্রি হল আত্মনির্ভরতার এক অনন্য উদাহরণ এবং মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি করে।" ■

শ্বেত বিপ্লবের জনক

জন্ম: ২৬ নভেম্বর ১৯২১; মৃত্যু: ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২

'আজাদি কা অমৃত কালে'র এই সময়ে, যখন আমাদের দেশ আত্মনির্ভরশীলতার প্রচারের মাধ্যমে এক উন্নত ভারত গঠনের সংকল্প পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সেই মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোও আবশ্যিক, যারা ভারতকে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। এমনই একজন ব্যক্তিত্ব হলেন ভার্গিস কুরিয়েন। তিনি সেই সময়ে শ্বেত বিপ্লবের কল্পনা করেছিলেন যখন ভারত দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। ভারত একসময় দুধের চাহিদা মেটাতে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সেখানে বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠেছে। এটি সম্ভব হয়েছে ভার্গিস কুরিয়েনের চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনার কারণে। তিনি প্রথমে গুজরাতের একটি ছোট জেলা খেদার কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তোলেন এবং তারপরে আমুলের মতো একটি সমবায় সংস্থার সেরা মডেল বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।

এই সমবায় মডেলের সাফল্যের কারণেই বিশ্বব্যাপী দুধের বাজারে ভারতের অবদান ২১ শতাংশ। এর ফলে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠেছে। শ্বেত বিপ্লবের সাফল্যের জন্য ভার্গিস কুরিয়েন এবং ত্রিভুবনদাস প্যাটেলের অবদান সর্বাধিক।

ভার্গিস কুরিয়েন ১৯২১ সালের ২৬ নভেম্বর কেরালার কোঝিকোড়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিই ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপরে, তিনি সরকারি বৃত্তি পেয়ে স্নাতকোত্তর করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। বৃত্তির শর্তানুযায়ী, দেশে ফিরে তাঁকে কমপক্ষে ৩ বছর সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হত। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় ডেইরি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েও তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। সেই সময়ে, স্বাধীনতার ঠিক আগে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে, গুজরাতের খেদাতে দুধ উৎপাদনকারী কৃষকরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পরামর্শে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন। পোলসন নামে একটি সংস্থা সেই সময়ে ওই অঞ্চলে সকল কৃষকদের থেকে দুধ কিনত। খুব কম দামে তারা কৃষকদের থেকে দুধ কিনত, কৃষকেরা লাভবান হতেন না। খেদা এবং আনন্দ তখন গুজরাতের কাইরা জেলার অংশ ছিল। সর্দার প্যাটেল কৃষকদের একটি সমবায় সমিতি গঠন করার এবং পাস্তুর প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি কৃষকদের বলেছিলেন যে অনুমতি না পেলে এক ফোঁটা দুধও বিক্রি করবেন না। শেষপর্যন্ত সরকার কৃষকদের দাবি মেনে নেয় এবং এভাবেই কাইরা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক সংগঠনের জন্ম হয়। ত্রিভুবনদাস প্যাটেল এর প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। ব্যবসা শুরু হয় দুটি গ্রাম থেকে এবং গড়ে প্রতিদিন ২৫০ লিটার দুধ উৎপাদন হত।

ডঃ ভার্গিস কুরিয়েন সেই সময় তাঁর বৃত্তির শর্তানুযায়ী গুজরাতের আনন্দে অবস্থিত একটি সরকারি ক্রিমেরিতে কাজ করছিলেন। সেখানেই তিনি ত্রিভুবন দাসের সংস্পর্শে আসেন। অনেক বিষয়ে তাঁরা মত আদানপ্রদান করেন। গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছন্দ বোধ না করায় কুরিয়েন সংস্থার কাছে অনুরোধ করে তাঁকে কোনো শহরে পোস্টিং দেওয়ার জন্য।

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে সরকার তার দাবি মেনে নেয়। তিনি খেদা ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ত্রিভুবন দাস প্যাটেল বিষয়টি জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের সঙ্গে ভার্গিস কুরিয়েনের কাছে পৌঁছান। অনেক আলোচনার পর, ডঃ কুরিয়েন খেদা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়নে

যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি তিনি একজন ব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করেন। ম্যানেজার হিসেবে ভার্গিস কুরিয়েনের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল দুধ উৎপাদনকারী কৃষকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা। কৃষকদের ক্রমাগত যোগদানের ফলে দুধের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে তা নষ্ট হচ্ছিল। সেই সময় পর্যন্ত, ইউরোপ এবং নিউজিল্যান্ডে, অতিরিক্ত দুধ থেকে গুঁড়ো দুধ প্রস্তুত করা হত। ইউরোপীয় এবং নিউজিল্যান্ডের লোকেরা বলত যে শুধুমাত্র গরুর দুধেই গুঁড়ো এবং কনডেন্সড মিল্ক তৈরি করা যায়। কিন্তু কুরিয়েন এবং তাঁর অংশীদাররা মোষের দুধ থেকে স্কিম মিল্ক পাউডার এবং কনডেন্সড মিল্ক তৈরি করে সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

কৃষকদের ঐতিহ্যগত দক্ষতা, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে কুরিয়েনের আধুনিক শিক্ষা ও কৌশল এই খাতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। কমিটি মাখন, ক্রিম থেকে পনির পর্যন্ত নানাবিধ দুগ্ধজাত পণ্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে, যখন সমবায় ডেইরির ব্র্যান্ডের নাম ঠিক করার সময় আসে, তখন ডাঃ কুরিয়েন এর নাম দেন আমুল (আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড)। ১৯৫৬ সালে, আমুল দৈনিক ১ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ শুরু করে। গুজরাত থেকে আমুলের পণ্য অন্যান্য রাজ্যে বিক্রি হতে শুরু করেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে ডঃ কুরিয়েন খেদাতে গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তা উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। খেদার দুধ উৎপাদনকারীদের সচ্ছলতা দেখে তিনি বিস্মিত হন। সারা দেশে খেদা মডেলের অনুরূপ মডেল গড়ে তোলার জন্য তিনি কুরিয়েনকে দিল্লিতে আসতে বলেছিলেন। এইভাবে, ১৯৬৫ সালে, জাতীয় দুধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার কাজ ছিল আনন্দ মডেলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সারা দেশে সমবায় দুধ সমিতি এবং ইউনিয়ন গঠন করা। কুরিয়ান বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে, যখন ভারত সরকার দেশে দুগ্ধ শিল্পের বিকাশের জন্য অপারেশন ফ্লাড কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল, তখন সরকারি সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য একটি পাবলিক সেক্টর কোম্পানির প্রয়োজন দেখা গিয়েছিল। এইভাবে ১৯৭০ সালে ভারতের ডেইরি কর্পোরেশন গড়ে ওঠে। 'অপারেশন ফ্লাড' তিন ধাপে বাস্তবায়িত হয়। প্রথম পর্যায়ে, ডাঃ কুরিয়েন সারা দেশে প্রায় ১৩টি দুগ্ধজাত প্ল্যান্ট তৈরি করেন এবং গবাদি পশুর একটি খাদ্য কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয় যা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলে। এই সময়কালে, কুরিয়ান সারা দেশে প্রায় ১৭০টি দুধের প্ল্যান্ট এবং ৩২টি গবাদি পশুর খাদ্য কারখানা স্থাপন করেন। এরপর আসে 'অপারেশন ফ্লাড'-এর তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্ব। এটি ১৯৯০ সালে শুরু হয়েছিল। এর অধীনে, সেইসব ডেইরি সমবায় সমিতিগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেগুলি সঠিকভাবে কাজ করছিল না। তাদের জন্য আলাদা তহবিল গঠন করে তাদের অবস্থার উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। মানুষ যাতে সহজে দুধ পায় তার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে মিল্ক ভেন্ডিং মেশিন বসানো হয়েছে। ১৯৯৭ সালে 'অপারেশন ফ্লাড' সম্পন্ন হয়। এটি ভারতের ৭০০টিরও বেশি শহরে সঠিক দামে ভাল মানের দুধ সরবরাহ করতে সহায়তা করেছিল, অন্যদিকে পশুপালন খাতও আয়ের একটি প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। ১৯৯৮ সালে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশ হয়ে ওঠে।

তাঁর কৃতিত্বের জন্য সারা বিশ্ব ভার্গিস কুরিয়েনকে শ্বেত বিপ্লবের জনক বলে অভিহিত করে। ১৯৫১ সালে ১৭ মিলিয়ন টন বার্ষিক দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২১ সালে তা ২০৯.৯৬ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে। ১৯৯৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করেছিল। তাঁকে রামন ম্যাগসেসে এবং বিশ্ব খাদ্য পুরস্কারের মতো সম্মান প্রদান করা হয়েছিল। ভারতের শ্বেত বিপ্লবে তাঁর অবদানকে স্মরণ করার জন্য তাঁর জন্মদিন ২৬ নভেম্বর দিনটিকে 'জাতীয় দুগ্ধ দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। ২০১২ সালে ৯০ বছর বয়সে ভার্গিস কুরিয়েন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ■

“আমাদের সংবিধান ভারতের প্রাচীন মহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে”

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

যদিও ভারতের সংবিধান ৭৩ বছর আগে গৃহীত হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব গ্রহণের পরে সংবিধান দিবস উদযাপন করতে শুরু করেছিলেন। ২৬ নভেম্বর আমাদের দেশ অষ্টম সংবিধান দিবস উদযাপন করতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংবিধান সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। আসুন এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি জেনে নিই।

কিছু নির্দিষ্ট দিন এবং উপলক্ষ্য রয়েছে যা অতীতের সঙ্গে আমাদের বন্ধনকে শক্তিশালী করে। ২৬শে নভেম্বর এরকমই একটি ঐতিহাসিক দিন। ৭৩ বছর আগে আমাদের দেশে সংবিধান গৃহীত হয়।

সাত দশক আগে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল পবিত্র কণ্ঠ। সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিতর্ক হয়েছে। যুক্তি, তথ্য এবং ধারণার আদানপ্রদান হয়; বিশ্বাস, স্বপ্ন এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একভাবে, পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলের এই জায়গাটি ছিল জ্ঞানের মহাকুম্ভ, যেখানে সারা দেশ থেকে ভারতের মানুষের স্বপ্নগুলিকে শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডঃ ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকর, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পন্ডিত নেহেরু, মৌলানা আজাদ, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, সুচেতা কৃপলানি, হংস মেহতা, এলডি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার-সহ অগণিত বিশিষ্ট জন সংবিধান গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখেছেন। আজকে যদি আমাদের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হতো তাহলে কী হতো একবার ভাবুন। স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশপ্রেম এবং ভারত ভাগের ভয়াবহতা সত্ত্বেও, জাতীয় স্বার্থ ছিল সর্বাগ্রে এবং এটিই ছিল সবার হৃদয়ে একমাত্র মন্ত্র। আজকের প্রেক্ষাপটে বহু ভাষা, উপভাষা, গোষ্ঠী এবং রাজ-রাজ্যের বৈচিত্র্যে ভরা গোটা দেশকে সংবিধানের মাধ্যমে আবদ্ধ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল প্রণয়ন করতে গিয়ে আমরা সংবিধানের এক পাতাও লিখতে পারতাম কিনা জানি না। আমি সেই মহান ব্যক্তিদের স্যালুট করতে চাই কারণ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও, যারা একসঙ্গে সংবিধান রচনা করেছিলেন এই বিশ্বাসে যে জাতীয় স্বার্থ সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

আমাদের সংবিধান শুধু অনুচ্ছেদের সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের সংবিধান সহস্রাব্দের নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের আধুনিক বহিঃপ্রকাশ। ফলে আমাদের সংবিধানকে ভাব এবং নিয়ম উভয়ভাবেই মেনে চলতে হবে। যখন আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি হিসাবে এই সাংবিধানিক ব্যবস্থাটি পূরণ করি, তখন আমাদের অবশ্যই সংবিধানের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে

হবে। এটা করতে গিয়ে আমরা সংবিধানের ধারণাকে উপেক্ষা করতে পারি না। তাই সংবিধানের আলোকে আমাদের কাজ সঠিক না বেঠিক তা মূল্যায়ন করার জন্য প্রতি বছর সংবিধান দিবস পালন করা উচিৎ। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। দেশে ২৬ নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসাবে পালনের ঐতিহ্য তৈরি করতে হবে যাতে দেশের তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পারে কীভাবে আমাদের সংবিধান গঠিত হয়েছিল, কারা সংবিধান রচনা করেছিলেন, কোন পরিস্থিতিতে এটি তৈরি করা হয়েছিল, কেন করা হয়েছিল, কোথায়, কীভাবে এবং কার জন্য সংবিধানের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের সংবিধান শুধুমাত্র পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান নয়, এটি একটি সামাজিক দলিল, যা ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যময় দেশের প্রধান শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হয়েছে।

সংবিধান দিবস উদযাপনের জন্য বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর চেয়ে বড় উপলক্ষ্য আর কী হতে পারে? বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের দেশকে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার দিয়েছেন এবং আমাদের চিরকাল সংবিধানকে শাস্ত্র মেনে নিয়ে তাঁকে স্মরণ করা উচিৎ। সংবিধান গৃহীত হওয়ার একদিন আগে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর সমাপনী ভাষণে যা বলেছিলেন তা আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বাবাসাহেব দেশকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারত ১৯৪৭ সাল প্রথমবার স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অতীতে নিজেদের ভুলের কারণে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের চরিত্র হারিয়েছি বলেও দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।

এমতাবস্থায়, বাবাসাহেব দেশকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমরা প্রজাতান্ত্রিক দেশও হয়েছি; কিন্তু আমরা কি তা বজায় রাখতে পেরেছি? আমরা কি অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারি? আজ যদি বাবাসাহেব থাকতেন, তাহলে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। কারণ ভারত বছরের পর বছর তার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে। তাই সংবিধান দিবসে আমি আইনবিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যারা গত সাত দশকে সংবিধানের চেতনাকে অটুট রেখেছেন। আমি বিশেষ করে ১৩০ কোটি ভারতীয়দের সামনে মাথা নত করছি যারা গণতন্ত্রের প্রতি ভারতের বিশ্বাসকে কখনই কম হতে দেবেন না। আমাদের সংবিধানকে সর্বদা একটি পবিত্র গ্রন্থ, পথনির্দেশক হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ।

সংবিধানের ৭৩ বছরের ইতিহাস আমাদের জন্য আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মিশ্র আবেগ নিয়ে এসেছে। আনন্দের বিষয় হলো সংবিধানের চেতনা বজায় রয়েছে। যদি কখনও সংবিধানের চেতনা লুপ্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে, দেশবাসী সম্মিলিতভাবে তা ব্যর্থ করেছে। আমাদের সংবিধানের শক্তিতেই আমরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনের পথে অগ্রসর হতে পেরেছি। সংবিধানের পরিধির মধ্যেই আমরা একসঙ্গে সব সংস্কার করেছি। এই বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ভারতের জন্য, একটি সোনালি, প্রগতিশীল ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন ভারতের জন্য, কেবলমাত্র সংবিধান, সংবিধানের সীমাবদ্ধতা এবং সংবিধানের চেতনার উপরেই আমরা নির্ভর করতে পারি। আমাদের সংবিধান আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় এবং পবিত্র গ্রন্থ। এমন একটি বই যাতে আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আচার-আচরণ, আমাদের নীতি-নৈতিকতা সবই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধানও রয়েছে। আমাদের সংবিধান এত বিশাল কারণ

২০১৪ সালে লালকেল্লা থেকে কথা বলার সময় আমি যা বলেছিলাম তা আমি পুনরাবৃত্তি করব। যদি আমাকে সংবিধানকে দুটি শব্দে বর্ণনা করতে হয়, আমি বলব "ভারতীয়দের জন্য মর্যাদা এবং ভারতের জন্য ঐক্য।" আমাদের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটি ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রেখেছে। আমাদের সংবিধান বিশ্ব গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। এটা শুধু আমাদের অধিকার সম্পর্কেই সচেতন করে না, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে তোলে। আমাদের সংবিধান একটি নির্দিষ্ট অর্থে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত, বিশ্বাস অবাধ।

২০১৪ সালে লালকেল্লা থেকে কথা বলার সময় আমি যা বলেছিলাম তা আমি পুনরাবৃত্তি করব। যদি আমাকে সংবিধানকে দুটি শব্দে বর্ণনা করতে হয়, আমি বলব "ভারতীয়দের জন্য মর্যাদা এবং ভারতের জন্য ঐক্য।" আমাদের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটি ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রেখেছে। আমাদের সংবিধান বিশ্ব গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। এটা শুধু আমাদের অধিকার সম্পর্কেই সচেতন করে না, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে তোলে। আমাদের সংবিধান একটি নির্দিষ্ট অর্থে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ।

আমরা কী অর্জন করতে পারি, আমাদের স্বপ্ন কত বড় হতে পারে বা আমরা কোথায় যেতে পারি তার কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। সংবিধানে অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্য পালনের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আমরা যেমন ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের অংশ হিসাবে দায়িত্ব পালন করি, তেমন আমাদের সংবিধান, দেশের প্রতিও দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন এবং আন্তরিক হতে হবে। যেমন রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন, সংবিধানে যা লেখা নেই তা আমাদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা ভারতের এক বিশেষত্বও বটে। আমরা সাম্প্রতিক দশকগুলিতে আমাদের অধিকারের উপর জোর দিয়েছি, যা প্রয়োজনীয় এবং সঠিক ছিল। কারণ সমাজে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচারের বোধ জাগানো সম্ভব হয়েছে তাঁদের অধিকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর।

যাইহোক, নাগরিক হিসাবে আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন না করলে আমাদের অধিকার রক্ষা করতে পারি না। সন্তানদের স্কুলে পাঠালে অভিভাবকরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে, তাঁরা যদি সচেতনভাবে তাঁদের সন্তানকে মাতৃভাষা শেখার জন্য জোর দেন তবে তাঁরা নাগরিক হিসাবে সঠিক দায়িত্ব পালন করছেন, দেশের সেবা করছেন। একজন সাধারণ নাগরিক যিনি জল সংরক্ষণ করছেন, তিনিও নাগরিক দায়িত্ব পালন করছেন, দেশের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছেন।

এ বছর স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এতাই অমৃত কাল।

> **সংবিধান দিবসও উদযাপন করা উচিত কারণ এটি আমাদের পথ সঠিক কি না তা মূল্যায়ন করার সুযোগ দেয়।**
>
> **স্বাধীনতার এই অমৃত মহোৎসবে আমাদের অধিকার রক্ষার জন্য কর্তব্যের পথে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।**

ভারতীয় নাগরিকদের নিজদের অধিকারের জন্য লড়াই করা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় ছিল কারণ ব্রিটিশরা দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের মানুষদের অধিকারে বাধা দিচ্ছিল। মহাত্মা গান্ধী সহ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয়দের সমান অধিকার থাকা উচিত। তাই তাঁরা আন্দলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এটাও সত্য যে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিকারের জন্য লড়াই করেও দেশকে সর্বদা কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিরন্তর পরিচ্ছন্নতা, বয়স্ক শিক্ষা, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, নারী ক্ষমতায়ন, খাদির ব্যবহার এবং স্বদেশি ও স্বনির্ভরতার ধারণা দেশের মানুষের মধ্যে বপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে কর্তব্যের বীজ বপন করেছিলেন তা স্বাধীনতার পর বটবৃক্ষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এমন একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যা কেবলমাত্র জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলে যতদিন তারা (রাজনৈতিক দল) ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি কর্তব্যের উপর জোর দেওয়া হতো তাহলে ভালো হতো, তাহলে অধিকারগুলো সংরক্ষিত হতো। কর্তব্য দায়িত্ববোধ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের জন্ম দেয়। কর্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগে যে, এটা আমার দায়িত্ব যা আমাকেই পালন করতে হবে। আর আমি যখন দায়িত্ব পালন করি, তখন কারো অধিকার সুরক্ষিত, সম্মানিত হয়। কর্তব্য ও অধিকার উভয়ের ফলেই গড়ে ওঠে সুস্থ সমাজ।

স্বাধীনতার এই অমৃত মহোৎসবে কর্তব্যের মাধ্যমে অধিকার রক্ষার পথে চলা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। এটি কর্তব্যের পথ যেখানে অধিকার নিশ্চিত করা হয়, এটি কর্তব্যের পথ যা সম্মানের সঙ্গে অন্যের অধিকারের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে। আর যখন আমরা সংবিধান দিবস উদযাপন করছি, তখন আমাদের সর্বদা এই চেতনা থাকা উচিৎ যে আমরা আরও বেশি মাত্রায় নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কর্তব্যের পথে চলতে থাকলে সকলের অধিকার সুরক্ষিত হবে। আজ আমরা সৌভাগ্যবান যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি, তাঁরা যে ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ভারত নির্মাণ করতে পেরেছি। সেই স্বপ্ন পূরণে আমাদের পথে কোনো বাঁধা থাকতে পারে না। ■

উন্নয়নে সঙ্গী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

উত্তরাখণ্ডের সুন্দর সমতলভূমিতে ঘেরা মানা গ্রাম ভারতের শেষ গ্রাম হিসাবে পরিচিত কিন্তু সীমান্তের প্রতিটি গ্রামই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে দেশের প্রথম গ্রাম। আগে সীমান্তের এসব গ্রাম দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিল, কিন্তু এখন এই সকল অঞ্চলও উন্নয়নের স্রোতে সামিল হয়েছে। একই সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় জীবনযাপনের মানোন্নয়নের চেষ্টাও চলছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে ২১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মানাতে ৩৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রাস্তা এবং রোপওয়ে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

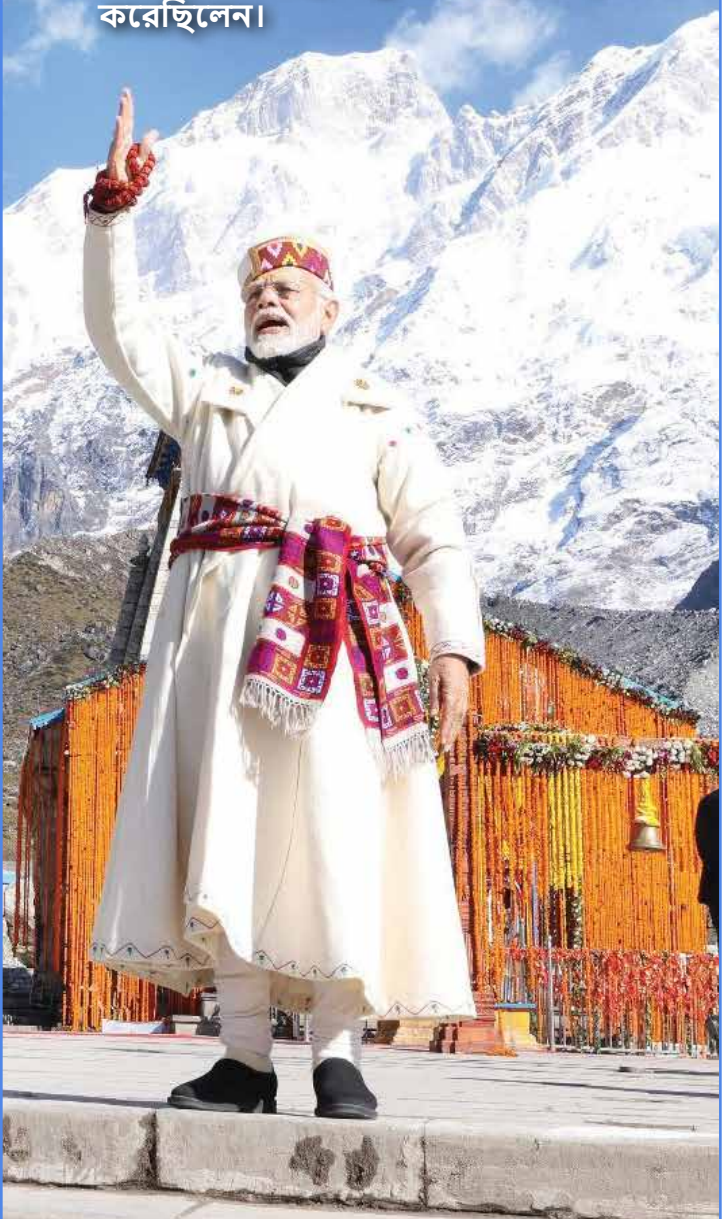

একুশ শতকের উন্নত ভারত গড়ার দুটি প্রধান স্তম্ভ হল ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের গর্ব এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা। আমাদের দেশ আজ এই দুটি ক্ষেত্রকেই শক্তিশালী করেছে। উত্তরাখণ্ডের শেষ গ্রাম হিসেবে পরিচিত মানাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "এই বিশ্বাসের কেন্দ্রগুলি শুধু একটি কাঠামো নয়, আমাদের কাছে এগুলি প্রাণশক্তির মতো। এই প্রাণশক্তি এত শক্তিশালী যা আমাদের সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। চরম অবহেলা সত্ত্বেও, আমাদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়নি এবং আমাদের ভক্তিও হ্রাস পায়নি। এই কারণেই আজ কাশী, উজ্জয়িনী, অযোধ্যা এবং আরও অনেক আধ্যাত্মিক কেন্দ্র তাদের হৃত গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরে পাচ্ছে। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ এবং হেমকুন্ড সাহিবে অনেক আধুনিক পরিষেবা যুক্ত করা হয়েছে। অযোধ্যা রাম মন্দির থেকে গুজরাতের পাভাগড়ের মা কালিকা মন্দির থেকে দেবী বিন্ধ্যাচল করিডোর পর্যন্ত, ভারত তার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যবোধকে সুসংহত করছে। ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার কারণে তীর্থযাত্রা সহজতর হচ্ছে, প্রবীণরাও অনেক অসুবিধা ছাড়াই তাঁদের দর্শন করতে পারছেন।" স্থানীয় পণ্য এবং স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির প্রচেষ্টার প্রচারের জন্য, প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের যে কোনও প্রান্তে ঘুরতে যাওয়া ভ্রমণকারীদের উদ্দেশে আবেদন করেছেন যে তাঁদের ভ্রমণ খরচার ৫% যেন স্থানীয় পণ্যগুলির জন্য ব্যয় করা হয়।

উত্তরাখণ্ডের মানা গ্রামে বহু উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে

- কেদারনাথের রোপওয়েটি প্রায় ৯.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে এবং গৌরীকুন্ডকে কেদারনাথের সঙ্গে সংযুক্ত করবে, দুটি স্থানের মধ্যে ভ্রমণের সময় বর্তমানে ৬-৭ ঘন্টা, তা কমে ৩০ মিনিট হবে।
- হেমকুন্ড রোপওয়ে গোবিন্দঘাটকে হেমকুন্ড সাহিবের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। এটি আনুমানিক ১২.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে এবং ভ্রমণের সময় একদিন থেকে মাত্র ৪৫ মিনিটে কমিয়ে দেবে। এই রোপওয়ে ঘাঙ্গারিয়াকেও সংযুক্ত করবে, যা ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার।
- প্রায় ২৪৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রোপওয়ে ভ্রমণ নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক, পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা হবে। এটি ধর্মীয় পর্যটনকে উৎসাহিত করবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে এবং অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।
- প্রায় এক হাজার কোটি টাকার রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়েছে। দুটি রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রকল্প - মানা থেকে মানা পাস এবং জোশিমঠ থেকে মালারি সীমান্ত অঞ্চলে সর্ব আবহাওয়া অনুকূল সড়ক সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হবে। ■

ভক্তি ও শক্তির উৎসব দীপাবলি

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল উৎসবগুলি। ভারতের মানুষ দীর্ঘকাল এই সংস্কৃতি বজায় রেখেছে, মূল্যবোধ সংরক্ষণ করেছে। দীপাবলি আলোর উৎসব, খুশির উৎসব। দীপাবলির প্রদীপগুলি ভারতের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং দর্শনকে প্রতিফলিত করে। দীপ থেকে দীপাবলি, এটাই ভারতীয় দর্শন। এই কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৩ অক্টোবর ভক্তি ও শক্তির দীপাবলি উদযাপনের মাধ্যমে অযোধ্যায় দীপোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। ২৪ অক্টোবর তিনি কার্গিলে সৈনিকদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করেন।

দীপাবলি এমন এক সময়ে এসেছে যখন আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করেছি এবং স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছি। এই বছর দীপোৎসব ছয় বছরে পদার্পণ করেছে। অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দীপাবলির প্রাক্কালে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন। একই দিনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যায় ভগবান শ্রী রামের মূর্তির রাজ্যাভিষেক করেন এবং সরযূ নদীর নতুন ঘাটে আরতিতে অংশগ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছালে তিনি সাধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। অযোধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমাদের মধ্যে ভগবান রামের আদর্শ ও মূল্যবোধ আরও দৃঢ় হচ্ছে। রামের পবিত্রতায় তাঁর দেখানো পথ আরও আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা অযোধ্যার প্রতিটি কোণে তাঁর দর্শন অনুভব করতে পারি।" অযোধ্যায় দীপোৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ১৫ লক্ষেরও বেশি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ বছরও সৈনিকদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপনের রীতি অব্যাহত রেখেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই নিয়ে নয়বার তিনি সৈন্যদের সঙ্গে দীপাবলি কাটালেন। কার্গিলে জওয়ানদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে, "ভারত সব সময় বিশ্ব শান্তির পক্ষে। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধের বিরোধী, কিন্তু শক্তি ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়। আমাদের বাহিনীর সামর্থ্যের পাশাপাশি কৌশলও আছে। কেউ যদি আমাদের দিকে তাকায়, তবে আমাদের তিন বাহিনীও জানে কীভাবে শত্রুদের যোগ্য জবাব দিতে হয়।" ■

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মেজর অমিতের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ২০০১ সালে বালাচাডির একটি সৈনিক স্কুলে। ২৪ অক্টোবর, তিনি আবার কার্গিলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মেজর অমিতের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ আবেগপূর্ণ ছিল।

গ্রামাঞ্চলে নতুন বিপ্লব

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি দেশ-সহায়ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে

গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাস করার লক্ষ্যে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় জীবিকা মিশনের সূচনা হয়েছিল। এই যোজনা লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের জীবিকা ও আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মহিলারা আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছেন। নারীশক্তি এক নতুন পরিচয় ও দিকনির্দেশনা পেয়েছে। তাঁদের শক্তি এবং সংকল্পের ফলে আজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি দেশ-সহায়ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

জীবিকা মিশন দেশের মিশন হয়ে উঠছে

৩৪টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলি কাজ করছে।

৭২১টি জেলায় কার্যক্রম সংগঠিত করা।

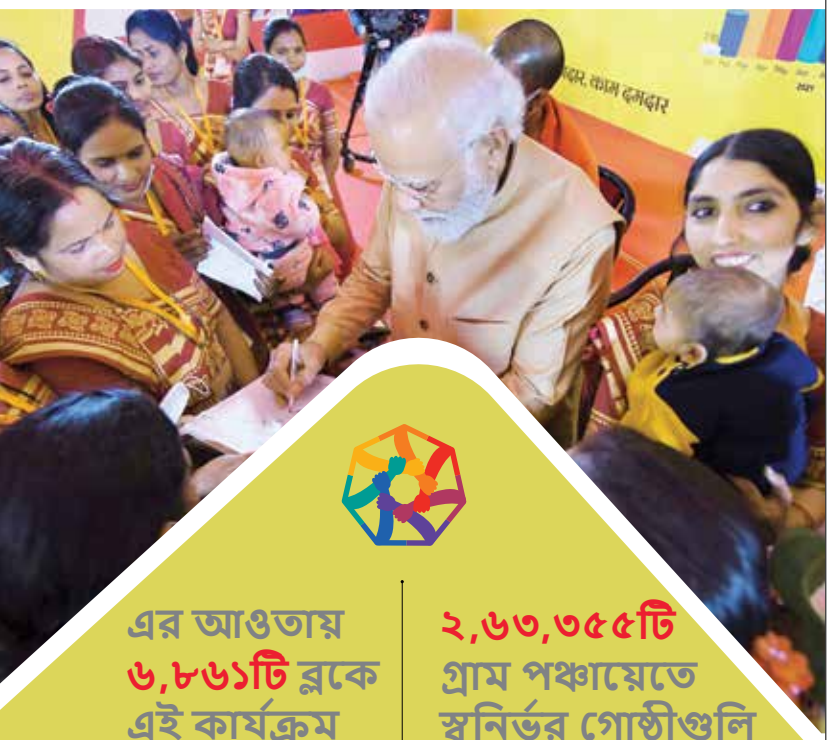

এর আওতায় **৬,৮৬১টি** ব্লকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২,৬৩,৩৫৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কাজ করছে।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে **৭,১৫,৩৯০টি** গ্রামে স্ব-সহায়তা গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

> “আগে আমার কোনো পরিচয় ছিল না; এখন আমি কৃষি সখী নামে পরিচিত। প্রত্যেকে আমাকে জৈব চাষ এবং সার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং অন্যান্য রাজ্যের লোকেরাও ফোন করে এ বিষয়ে নানা তথ্য জানতে চান।”

মধ্যপ্রদেশের চম্পা সিং একথা বলেছেন। তিনি দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় জীবিকা মিশনের সহায়তায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর রোজগার ছয়-সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বনির্ভর হওয়ার ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পায়। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পরবর্তী সময়ে অল্প বয়সে তাঁর বিয়েও হয়ে যায়। বিয়ের কিছুদিন পর তাঁর স্বামীও মারা যায়। এমন পরিস্থিতিতে চম্পা এবং তাঁর মায়ের বেঁচে থাকা কঠিন ছিল। অন্যদিকে জীবিকা মিশন চম্পার জীবনে দিশা বদলে দেয়। তিনি কৃষি সখী হিসাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে পাঁচ হাজারের বেশি মহিলা কৃষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি এখন জৈব সারের দোকান মালিক এবং জৈব সার দিয়ে ক্ষেতের উর্বরতা বৃদ্ধির কথা বলেন। “প্রথম বছরে ৪০-৫০ হাজার টাকাও আয় ছিল না, কিন্তু উন্নত প্রশিক্ষণ এবং সুযোগের পরে, আমি এখন বছরে ২.৫-৩ লক্ষ টাকা আয় করি।” প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বার্তালাপের সময় তিনি একটি স্বনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

প্রতিদিন হাজার হাজার দেশি এবং বিদেশি তীর্থযাত্রী কৌল কান্দোলি তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন, যা শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী তীর্থস্থানের প্রথম ধাপ। মন্দিরে অন্যান্য নৈবেদ্য সহ ফুল ও মালা দেওয়া হয়। তবে আরাধনারপর এই সকল বস্তুর ব্যবস্থাপনা করা বেশ সমস্যার। এই পরিস্থিতিতে জীবিকা মিশনের

সঞ্জীবনী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দশ জন মহিলার একটি দল পুজোর অবশিষ্টাংশ হ্রাস করার একটি অভিনব পদ্ধতি তৈরি করে এবং শুকনো ফুলের অবশিষ্টাংশকে ধূপকাঠিতে রূপান্তর করতে শুরু করে। জম্মুর অন্যান্য প্রধান মন্দিরগুলি কাটরা, কৌল কান্দোরির বৈষ্ণোদেবীর মন্দির এই ধূপকাঠিগুলি বিক্রি করে।

সঞ্জীবনী দলের প্রধান রেখা রানি (৩১) উধমপুরের বাসিন্দা। তাঁর দলের অধিকাংশ নারীই গ্রামাঞ্চলের। এই মহিলাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য, রেখা রানি তাঁদের ক্ষমতা এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। যেমন কেউ মন্দির থেকে ফুল সংগ্রহ করেন, কেউ ধূপকাঠি তৈরি করেন এবং কেউ কেউ মন্দির বা অন্যান্য এলাকায় সেই ধূপকাঠি বিক্রি করেন। রেখা বলেছেন যে তাঁদের দলের দু-তিনজন মহিলা খুব ভোরে কাউল কান্দোলি মন্দিরে যায় পূজার অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করতে - প্রায় এক কুইন্টাল ফুল হয়। ফুলের পাপড়িগুলোকে আলাদা করে রোদে শুকাতে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে আরেক দলের। ফুল শুকিয়ে যাওয়ার পরে, মহিলারা শুকনো ফুলগুলি পিষে এবং ধূপকাঠি তৈরি করার জন্য দলের আরেক সদস্যের বাড়িতে জড়ো হয়। এটি স্থানীয়ভাবে এবং বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড দ্বারা বিক্রি করা হয়।

সারা দেশে যখন লকডাউন চলছিল, সেই সময় সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্ক পরিষেবা পেতে অসুবিধা হচ্ছিল। ওই সময়েও ব্যাংক করেসপন্ডেন্ট-সখী (বিসি) গ্রামাঞ্চলের মানুষকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিতে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছিলেন। ব্যাংক করেসপন্ডেন্ট-সখী হিসাবে, ভোজলতা রানা, নীলম রাই, সামরীন খান, মালতি গ্রিয়াস, গায়ত্রী মারাভি এবং জ্যোতি বারকাদে ২০ মার্চ থেকে কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন করে গ্রামবাসীদের পরিষেবা প্রদান করেছিলেন। এর আগে এই সমস্ত দিদিরা গোষ্ঠীর মধ্যে কেবল লেনদেনের কাজ করতেন। তাঁরা প্রতি

৮.৬২ কোটি পরিবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত।

- **৪,১৫,৬২২টি** গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানের প্রচার।
- **৩৩,১৬,৩৯৮টি** স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এখনও পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল দেওয়া হয়েছে।
- **৪,৭৫,২১৫** কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিলের জন্য প্রদান করা হয়েছে।
- **২৩,১৭,৫৫৩টি** গোষ্ঠী 'কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে'র অধীনে সহায়তা করেছে।
- কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের অধীনে এ পর্যন্ত **১৫,০১৭.২৮** লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।
- **৩,৮৪,৬৬৯** জন মহিলা 'সম্প্রদায় সহায়ক ব্যক্তি' হিসাবে নিয়োজিত হয়েছেন।

কোভিড সময়কালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি **১৬,৮৯,২৭,৮৫৪** মাস্ক তৈরি করেছিল।

কোভিডের সময় এই গোষ্ঠীগুলি **৫,২৯,৭৪১** রোগ প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম তৈরি করে।

কোভিডের সময় **৫,১৩,০৫৯** লিটার স্যানিটাইজার তৈরি করা হয়েছে।

১,২২,৬৮২টি কমিউনিটি রান্নাঘরে খাবার সরবরাহ করা হবে।

(*তথ্যসূত্র: https://nrlm.gov.in/dashboardForOuter.do?methodName=dashboard, ২ নভেম্বর, ২০২২ অনুসারে)

মিশনের উদ্দেশ্য

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা- জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারগুলিকে দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা। এই বিষয়টির উপর অভিনিবেশ করে মন্ত্রক ২০১১ সালের জুন মাসে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন চালু করেছিল। ২০১৫ সালের এই মিশনের নামকরণ করা হয়েছিল দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন। এটি ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের দ্বারা পরিচালিত একটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি। এই স্কিমটি স্ব-কর্মসংস্থানের প্রচার এবং গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের সংগঠিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্ব-রোজগারে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাঁরা যাতে দক্ষতার জন্য যথাযথ মজুরি পান এই মিশন সেদিকেও খেয়াল রাখে। কর্মসংস্থান হলে তাঁরা দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পাবেন, জীবনে সমৃদ্ধি আসবে। এটি দরিদ্রদের জীবনকে উন্নত করার জন্য বিশ্বের বৃহত্তম উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান।

আরও পরিবারের জন্য সুবিধা

দারিদ্র্য সীমার নীচে (বিপিএল) বসবাসকারী পরিবারগুলিকে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনে লক্ষ্য গোষ্ঠী হিসাবে রাখা হয়েছিল। যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার ২০১৪-১৫ সালে প্রকল্পটি পর্যালোচনা করে, তখন এর পরিধি প্রসারিত করে নামকরণ করা হয়েছিল দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন। আর্থ-সামাজিক এবং জাতি সুমারি ২০১১ তথ্যভাণ্ডার অনুসারে, মিশনের লক্ষ্য গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি অন্তত একটি ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। ফলে তাঁদের বিপিএল কার্ড থাকুক বা না থাকুক, সরকারি সাহায্য পৌঁছে যায় অভাবী পরিবারগুলোর কাছে। এর ফলে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর থেকে, এই মিশন, দেশ ও সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে নারীরা আত্মনির্ভর হয়েছেন, পরিবারগুলি দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হচ্ছে। মিশনের মূল স্তম্ভ হল সম্প্রদায়, যার মূলে রয়েছে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা। মিশনটি নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

মাসে প্রায় মোটে ১০০০-১২০০ টাকা পেতেন। এর পরে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অফিসের সহায়তায় গঠিত বিসি কর্পোরেটের সহায়তায় একই শাখার নিকটতম পঞ্চায়েতে তাঁদের জন্য বিসি কেন্দ্র উপলব্ধ করা হয়েছিল। ল্যাপটপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহজ কিস্তিতে উপলব্ধ করা হয়েছে। আজ, এই বিসি সখী দিদি শুধুমাত্র একজন ব্যাঙ্ক সংবাদদাতার কাজের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ৬০০০-৭০০০ টাকা আয় করেন। তা ছাড়াও, তাঁরা কৃষি, পশুপালন এবং অন্যান্য জীবিকা কর্মের মাধ্যমে নিয়মিত আয় করে।

মালা দেবী একজন কোটিপতি নারী কৃষকের উদাহরণ হয়ে উঠেছেন।

দেওঘরের সারওয়ান ব্লকের খেরওয়া গ্রামের বাসিন্দা মালা দেবী কৃষিকাজ করে জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করেছেন। ২০১৭ সালে খেরওয়া জীবিকা সখী মন্ডলে যোগ দেওয়ার আগে মালা দেবী আর্থিকভাবে তাঁর পরিবারকে সাহায্য করতে পারছিলেন না। শুধুমাত্র তার স্বামীর উপার্জনই সংসার চালাতে হতো। মালা দেবী কম ঋণ নিয়ে দলে যোগ দিয়ে সবজি চাষ শুরু

করেন। মালা দেবী বর্তমানে সবজি চাষ থেকে বছরে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকা আয় করেন। তাঁর জমিতে তিনি বাঁধাকপি, টমেটো, মরিচ, কুমড়া, শসা এবং অন্যান্য ফসলের চাষ করেন। মালা দেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর গ্রামের অন্যান্য মহিলারাও এই কাজে যোগ দিয়েছেন।

চম্পা, রেখা, ভোজলতা, সামরিন এবং মালার মতো অসংখ্য মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদান করেছেন। তাঁদের এই কর্ম প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে ভারতের নারী শক্তি যদি কোনও কিছু করার সংকল্প গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা তা সম্পূর্ণ করেন। তাঁদের কর্ম পরিবার, সমাজ এবং দেশ বদলে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যখন একজন নারীর ক্ষমতায়ন হয়, কোনো ব্যক্তি বা পরিবার নয়, সমগ্র সমাজ ও দেশের ক্ষমতায়ন হয়।

এটি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে কোনো ক্ষেত্রে মহিলা প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেলে, সেই ক্ষেত্রের সাফল্যও বৃদ্ধি পায়। এর একটি চমৎকার উদাহরণ হল স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এর নেতৃত্বে ছিলেন মহিলারা। কৃষি, পশুপালন কাজ, ডিজিটাল পরিষেবা, শিক্ষা, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, বিমা-সম্পর্কিত পরিষেবা, বিপণন, সঞ্চয়স্থান এবং পুষ্টি, এই সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং পরিচালনা ক্রমবর্ধমান। এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন। এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিচালনা করেন। এদের মধ্যে কয়েকজন নারী গবাদিপশু সখী, কৃষি সখী, ব্যাঙ্ক সখী এবং পুষ্টি সখী হিসাবে কাজ করেন।

জলজীবন মিশন নারীদের নেতৃত্বে সাফল্যের আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়া। অভিযানের অংশ হিসাবে মাত্র

“মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির এই শক্তি আজ স্বাধীনতার অমৃত কালের এক উন্নত ভারত, এক স্বনির্ভর ভারত গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

কী	২০১২-১৩ অর্থবর্ষ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪-১৫অর্থবর্ষ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত সাফল্য
এসএইচজি অধিভুক্ত পরিবারের সংখ্যা (লক্ষে)	২৩৬.৩০	৬২২.৯৬	৮৬১.৫
এনআরএলএম স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর সংখ্যা (লক্ষে)	২১.৩১	৫৭.৮৪	৭৯.১৫
২০২১-২২ সালে বণ্টিত ব্যাংক ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	২২৯৪৪.১৬	৫৩১৯৩৬.১৫	৫৫৪৯৫৯.০৪
স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্যের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৫০১.৫৮	১৭৯৪৭.৬৩	১৯৪৪৯.২১

৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে এনপিএ ছিল ৯.৫৮।

তিন বছরে সাত কোটিরও বেশি নতুন জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় এই কল থেকে জল প্রকল্পের ব্যবস্থাপনাও এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাতে রয়েছে। জল সরবরাহ প্রকল্প, পাইপলাইন রক্ষণাবেক্ষণ বা জল পরীক্ষার জন্য গঠিত জল কমিটিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ থাকুক বা না থাকুক, গোষ্ঠীর সঙ্গে মহিলারা যুক্ত হলে এগুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তুলনায় জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দেশ সহায়ক গোষ্ঠী হিসাবে আরও ভাল কাজ করে। এমনকি যখন কোভিডের মতো অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, তখন ভারতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সাথে যুক্ত নারী শক্তি এই লড়াইয়ে দেশকে সাহায্য করেছিল। প্রায় ৪ লক্ষ কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন ৫.৬ কোটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কোভিড আচরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ৩ লক্ষ এসএইচজি সদস্য ১৬ কোটিরও বেশি মাস্ক তৈরি করেছেন, ৫ লক্ষ লিটারের বেশি স্যানিটাইজার এবং ১ লক্ষ লিটারেরও বেশি হাত ধোয়ার সাবান তৈরি করেছেন। এক লক্ষেরও বেশি কমিউনিটি কিচেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে খাবার পরিবেশন করেছে। উৎপাদক উদ্যোগগুলি ২৫,৫০২ মেট্রিক টন ফলমূল এবং অন্যান্য কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্য ক্রয় করেছে।

দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের লক্ষ্য হল ১০ কোটি গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারকে তাঁদের জীবিকা ও আয়ের উন্নতিতে সহায়তা করা। এটি সারা দেশে ৬,৮৬১টি ব্লকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেখানে মাত্র ৫০-৫২ লক্ষ পরিবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। যাইহোক ২০১৪ সালের পর এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। গত আট বছরে, কেন্দ্রীয় সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়নের জন্য সম্ভাব্য সকল সহায়তা করেছে। এখন সারা দেশে ৮.৫ কোটিরও বেশি মহিলা এই প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে সাড়ে আট কোটি পরিবার এই গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে জড়িত।

এই প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টি এবং লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজন মহিলা, একজন বোন-কন্যা বা মা

এই প্রচারের সঙ্গে যেন যুক্ত থাকেন। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সম্প্রতি ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রান্তিক গ্রামীণ ও দরিদ্র মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে যুক্ত করার জন্য ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৫ দিনের দেশব্যাপী প্রচার শুরু করেছে। সামাজিক সংহতি কর্মসূচি চলাকালীন, প্রতিটি সদস্যকে একজন বন্ধু বা প্রতিবেশীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যারা কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য নয়। ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত, ৮.৫ কোটিরও বেশি পরিবার দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে প্রায় ৮০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

২০১৪ সালের আগের পাঁচ বছরে জাতীয় জীবিকা মিশনের অধীনে প্রদত্ত সহায়তা গত সাত বছরে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে, কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠী কোনও গ্যারান্টি ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারত। এখন এই সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে জড়িত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি নতুন ইউনিট স্থাপনে সহায়তা করার জন্য ১০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুদান পাচ্ছে।

মিশনের মূল স্তম্ভ হল সম্প্রদায়, যার মূলে রয়েছে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা। মিশনটি নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

নারীর ক্ষমতায়নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

গত শতাব্দীর ভারত এবং এই শতাব্দীর নতুন ভারতের মধ্যে অনেক পার্থক্য এসেছে। আজকের নতুন ভারতে পঞ্চায়েত ভবন থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত নারী শক্তির প্রতিনিধিত্ব দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে থেকে শুরু করে সত্যাগ্রহ পর্যন্ত, দেশের কন্যারা কোনও ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ভারত যখন তার স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে, তখন সারা দেশের মানুষ দেখেছে যে নারীদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি কত ভাল কাজ করেছে। সারা দেশের মানুষ স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন করেছেন, এই পতাকা তৈরি করেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। কোভিডের মতো সংকটের সময়ে, যখন সারা দেশে লকডাউন চলছিল, সাধারণ মানুষরা বাড়িতে থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখার

> নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সমাজে তাঁদের সমানভাবে গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। আমাদের সরকার আমাদের মেয়েদের জন্য সেই সকল পথ উন্মুক্ত করেছে, যা এতদিন রুদ্ধ ছিল।
>
> - **নরেন্দ্র মোদী**, প্রধানমন্ত্রী

চেষ্টা করছিলেন। তখন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি মানবজাতির কল্যাণে প্রচুর পরিমাণে মাস্ক এবং পিপিই কিট তৈরি করেছিল। লক্ষ লক্ষ পতাকা বানানো থেকে শুরু করে মাস্ক তৈরি করা, প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করেছেন দেশের নারীরা। তাঁদের শক্তি, উদ্যোগী মনোভাব, যেকোনো সংকট সমাধানের ইচ্ছা আরও বহু মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছেন। যখন একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, ১০-১২ জন মহিলা জড়ো হয়, ধাপে ধাপে এটি বড় হয়, কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হয় এবং প্রচেষ্টা করা হয়, তারপর এটি একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর রূপ নেয়। যাইহোক, কোভিডের সময় দেশবাসীর জন্য মাস্ক তৈরি, বা অমৃত মহোৎসবে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতীয় পতাকা তৈরি করা বা সরকারি প্রকল্পগুলিতে অংশগ্রহণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির এই সক্ষমতা এবং দৃঢ়তার কারণে প্রকৃত অর্থে এগুলি দেশ-সহায়ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।.

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি আজ দেশ-সহায়ক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে দেশকে সাহায্য করছে। মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির এই শক্তি আজ এক স্বনির্ভর ভারত গঠনে, স্বাধীনতার অমৃত কালের এক উন্নত ভারত গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী: পরিষেবা-সফলতার একটি মডেল

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আসছে, তার ফলে দেশ এক উন্নত সমাজ গঠনে সফল হবে। কোভিড চলাকালীন সময়ে মহিলা গোষ্ঠীগুলি যেভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে দেশবাসীর সেবা করেছেন তা নজিরবিহীন। দেশের উন্নয়নে নিয়োজিত কোটি কোটি নারী নিজেদের পরিবারের উন্নতির পাশাপাশি দেশের উন্নয়নের বাহন হয়ে উঠেছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা আজ গ্রামীণ ভারতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। এবং এটি সম্ভব হয়েছে মহিলাদের স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীগুলির কারণে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গত ৬-৭ বছরে তিনগুণেরও বেশি বেড়েছে। এটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, বহু বছর ধরে দেশের মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে যতটা অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল, তা ততটা হয়নি। ২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন

দেশে লক্ষাধিক নারী ছিলেন যাদের কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও ছিল না। তাঁরা ব্যাঙ্কের পরিষেবা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিকভাবে জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই খোলেনি, ব্যাঙ্ক ঋণের প্রাপ্যতা আরও সহজ করেছে।

দেশে উদ্যোক্তাদের ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যাইহোক, এই মহিলারা শুধু ঋণ গ্রহণই নেননি বরং তা পরিশোধের ক্ষেত্রেও ভালো কাজ করেছেন। যেখানে ব্যাঙ্ক ঋণ আগে ৯ শতাংশে আটকে ছিল, এখন এই হার হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২.৫%। এক জেলা, এক পণ্যের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা থেকে স্থানীয় পণ্যগুলিকে প্রধান বাজারে নিয়ে আসার জন্য একটি প্রচারণা চলছে। এর ফলে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও উপকৃত হচ্ছে। অনলাইন কেনাকাটার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখে কেন্দ্রীয় সরকারের জিইএম বা গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস পোর্টালের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পণ্যগুলি বিপণন করছে। এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি তাদের পণ্য সরাসরি সরকারি দফতরে বিক্রি করতে পারবে।

২০১৪ সাল থেকে জীবন অনেক সহজ হয়েছে

বর্তমানে দেশ নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে এবং নারীরা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় তা সমাধানের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। আগে ভারতের অসংখ্য পরিবারে মহিলাদের পানীয় জল আনতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হত, বাড়িতে শৌচাগারের সুবিধা ছিল না, কাঠ কয়লায় রান্না করতে হত, ধোঁয়ার জন্য কষ্ট পেতেন মহিলারা। এখন এই সকল সমস্যাগুলির সমাধান হয়েছে। ১১ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে, উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ৯ কোটি গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং কোটি কোটি পরিবারকে কলের জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের সাহায্য করার জন্য মাতৃ বন্দনা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে এনপিএ-এর হার ২০১৪ সাল থেকে ২০২২ সালের অক্টোবরে ২.২৩-এ নেমে এসেছে।

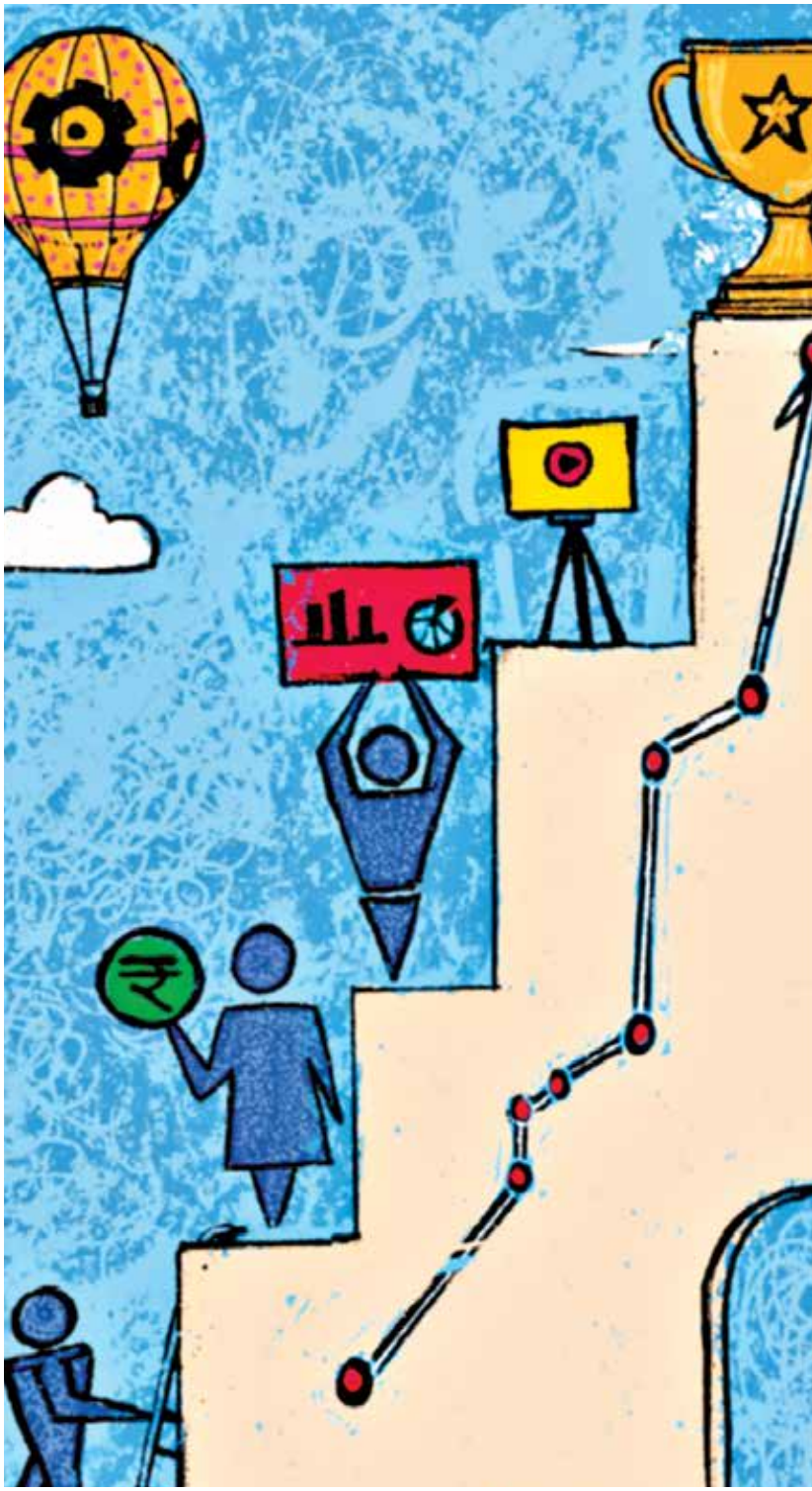

> আজ সারা দেশে ৮ কোটিরও বেশি বোন এই প্রচারাভিযানে যোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ ৮ কোটি পরিবার এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত। আমাদের লক্ষ্য হল অন্তত একজন নারী, প্রতিটি গ্রামের পরিবারের সে বোন হোক, মেয়ে হোক, মা হোক, এই প্রচারাভিযানের সঙ্গে যুক্ত হোক।
>
> - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

গ্রামাঞ্চলে নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

যোজনা চালু করা হয়েছে। ১১ হাজার কোটিরও বেশি টাকা সরাসরি গর্ভবতী মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন, এর ফলে দরিদ্র পরিবারের মহিলারা উপকৃত হয়েছেন। আজ দেশ বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও অভিযানের ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করছে। মেয়েদের এখন আর মাঝখানে স্কুল ছাড়তে হবে না। মেয়েদের স্কুলছুটের সংখ্যা হ্রাস করতে বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে, স্যানিটারি প্যাডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় প্রায় ২.৫ কোটি মেয়ের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি এখন দেশের মহিলাদের ক্ষমতায়নে অন্যতম একটি প্রধান উৎস। নারীদের সম্পত্তির মালিকানার অধিকার দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে বাড়িগুলি সরাসরি মহিলাদের নামে বা যৌথনামে বিতরণ করা হচ্ছে। দেশে দুই কোটির বেশি নারী এখন তাঁদের গৃহের মালিক। এখনও অবধি মুদ্রা প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ১৯ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ উপলব্ধ করা হয়েছে। আজ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার জন্য মহিলারা পরিবারের অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বড় ভূমিকা পালন করছেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

স্বাধীনতার এই ৭৫তম বার্ষিকী নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ। নারীর সম্মিলিত শক্তিকেও আরও মজবুত করতে হবে। সরকার প্রতিনিয়ত এমন এক পরিবেশ এবং পরিস্থিতি গঠনে কাজ করছে যাতে মহিলারা তাঁদের গ্রামের মধ্যে কাজ

করতে পারেন এবং সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে পারেন। কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের মতো ক্ষেত্রে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য অনেক সুযোগ রয়েছে। গ্রামে গুদাম এবং হিমঘরের সুবিধা স্থাপন, কৃষি যন্ত্রপাতি স্থাপন বা দুধ, ফল এবং উদ্ভিজ্জ বর্জ্য কমাতে একটি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীও এই তহবিল থেকে সাহায্য নিয়ে এই সুবিধাগুলি তৈরি করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত মহিলা কৃষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং সচেতনতার প্রচার করছে। এখনও পর্যন্ত, প্রায় ১.২৫ কোটি কৃষক এবং পশুপালক মহিলা এতে উপকৃত হয়েছেন। ভারতে তৈরি খেলনা ক্ষেত্রকেও সরকার উৎসাহিত করছে। এটি এর জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তাও প্রদান করছে। বিশেষ করে আদিবাসী এলাকার মহিলারা নিজে হাতে যেসকল খেলনা বা প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করেন, সেই ক্ষেত্রেও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে, বর্তমানে আমাদের দেশ একক ব্যবহারের প্লাস্টিক বন্ধ করার জন্য একটি প্রচারণা চালাছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁরা সাধারণ মানুষকে একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক বন্ধ করতে এবং তার বিকল্পগুলির সম্পর্কে সচেতন করেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি প্লাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার হ্রাস করতে পাট বা অন্যান্য সামগ্রীর ব্যাগ তৈরি করছেন।

অবশ্যই, এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি দেশের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছে, সেইসাথে দরিদ্র এবং মহিলাদের অগ্রগতি হয়েছে। যখন মহিলারা সঠিক সুযোগ পান, তখন তাঁরা দৃঢ় সংকল্পকে সঙ্গী করে সেই কাজে সাফল্য অর্জন করেন। তাঁরা সফল হলেই পরিবারের, সমাজের, দেশের উন্নতি হয়। বর্তমান ভারতে তাই তথাকথিত ক্ষেত্রের পাশাপাশি এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এক অনবদ্য সফলতার কাহিনি রচনা করেছেন। তাঁরা অনুপ্রেরণা, শক্তি, সাহসের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। গোষ্ঠীর গণ্ডি ছাড়িয়ে, ব্যক্তি পরিসরের গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁরা দেশের উন্নয়ন যাত্রার চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছেন। ■

গুজরাত বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে

দেশের সেই সকল রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল গুজরাত যেখানে সাম্প্রতিক কালে এমন অনেকগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বিশ্ব মঞ্চে ভারতের সম্মান এবং গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। কেভাদিয়ায় 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' বা ঐতিহ্যবাহী ঔষধের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, দেশের প্রথম স্মার্ট ফিনটেক সিটি বা গিফ্ট সিটি, ভারতের প্রথম বুলিয়ন এক্সচেঞ্জ এমনকি দেশের প্রথম সৌর গ্রাম মোধেরা- ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় গুজরাতের অবদান অনস্বীকার্য। এই রাজ্য অনেক মাইলফলক অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই উন্নয়ন যাত্রায় আরও দুটি উদ্যোগ যোগ করেছেন, গান্ধীনগরে প্রতিরক্ষা এক্সপো এবং কেভাদিয়াতে মিশন লাইফ।

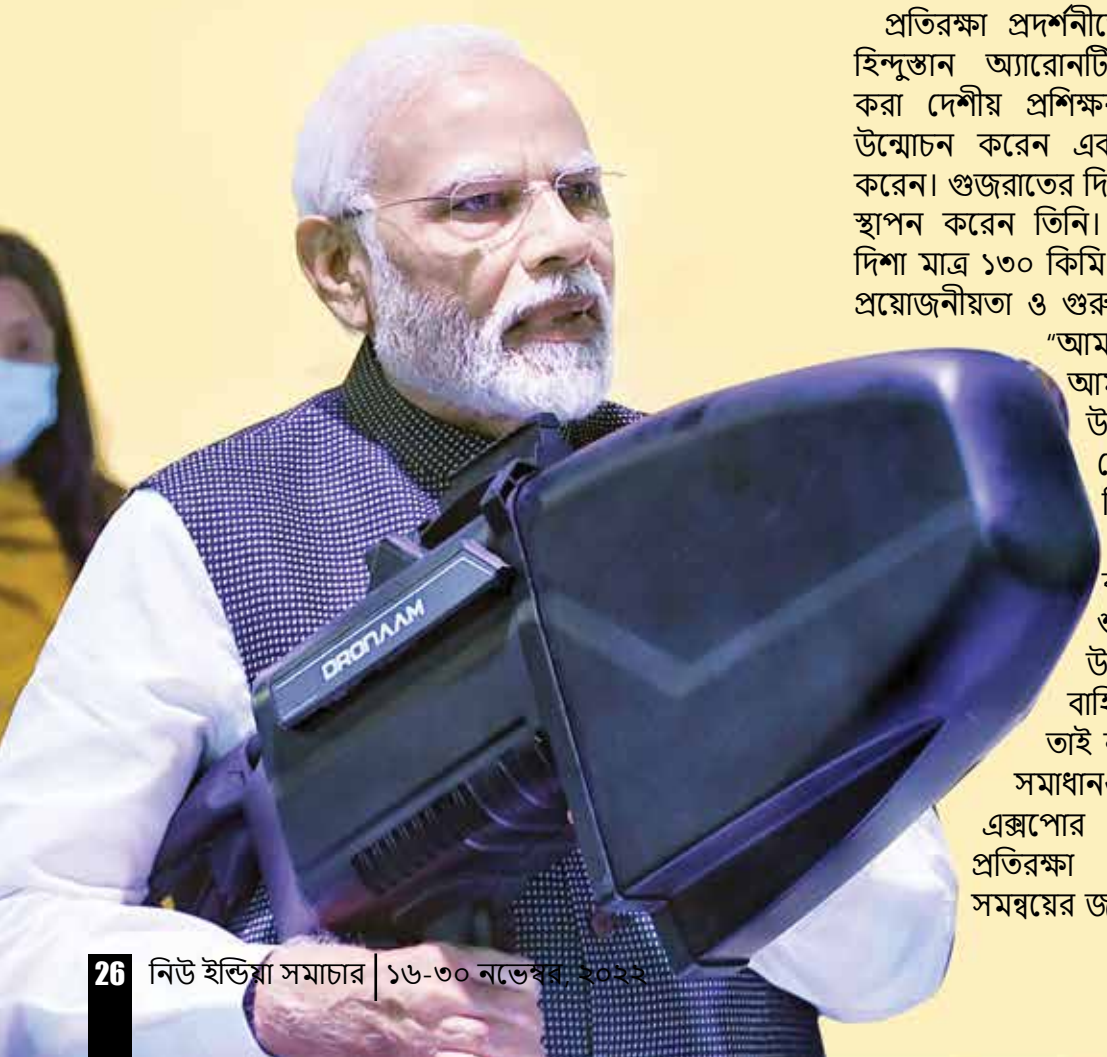

গুজরাতের গান্ধীনগর অমৃত কালের এক নতুন উন্নয়ন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। প্রতিরক্ষা খাতে ভারত যাতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য, দেশে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯ অক্টোবর মহাত্মা মন্দির কনভেনশন এবং প্রদর্শনী কেন্দ্রে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীর সূচনা করেন। এর থিম বা প্রতিপাদ্য ছিল 'গর্বের পথ'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "এটি নতুন ভারতের চিত্র এবং এর ক্ষমতা প্রদর্শন করে, যা আমরা অমৃত কালে সমাধান করেছি। এতে রয়েছে যুব সমাজের শক্তি, স্বপ্ন, সংকল্প, সাহস ও শক্তি। বিশ্বের জন্য আশা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলির জন্য সুযোগ রয়েছে।"

ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যৌথ উদ্যোগ, এমএসএমই এবং স্টার্টআপ-সহ ১৩০০টিরও বেশি প্রদর্শকদের অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছে প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ২০২২-এ। এখানে ৪৫১টিরও বেশি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের আগে, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, "এই প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ডে'র লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান।"

প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের পরিকল্পনা করা দেশীয় প্রশিক্ষক বিমান এইচটিটি-৪০-এর উন্মোচন করেন এবং মিশন ডিফস্পেসও চালু করেন। গুজরাতের দিশা এয়ারফিল্ডের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি। আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে দিশা মাত্র ১৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। এয়ারফিল্ডের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের বাহিনী, বিশেষ করে আমাদের বিমান বাহিনী দিশায় উপস্থিত থাকলে পশ্চিম সীমান্তে যেকোনো অসৎ প্রচেষ্টার জবাব দিতে আমরা সক্ষম হব।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "মিশন ডিফেন্স স্পেস শুধুমাত্র উদ্ভাবন ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করবে বা আমাদের বাহিনীকে শক্তিশালী করবে তাই নয় বরং নতুন এবং উদ্ভাবনী সমাধানও তৈরি করবে। ডিফেন্স এক্সপোর সময় 'ভারত-আফ্রিকা: প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা সহযোগিতার সমন্বয়ের জন্য একটি কৌশল গ্রহণ করা'

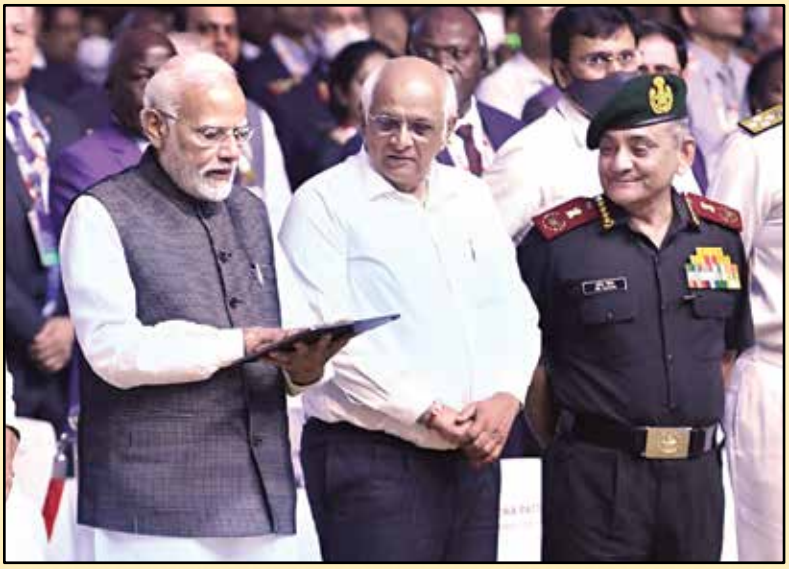

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মাইলস্টোন

- গত ৫ বছরে আমাদের প্রতিরক্ষা পণ্য রফতানি ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা বিশ্বের ৭৫টিরও বেশি দেশে প্রতিরক্ষা সামগ্রী এবং সরঞ্জাম রফতানি করেছি।
- ভারত থেকে প্রতিরক্ষা পণ্য রফতানির মূল্য ১.৫৯ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে অর্থাৎ ২০২১-২২ সালে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। আমরা এটিকে ৫ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৪০ হাজার কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।

আট বছর আগে পর্যন্ত, ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা পণ্য আমদানিকারক দেশ হিসাবে গণ্য করা হত, কিন্তু 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আজ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্যের উদাহরণ হয়ে উঠছে। কিছু প্রতিরক্ষা পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থা বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা খাতে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছিল তবে ভারতের যুবকরা প্রতিরক্ষা শিল্পে এই একাধিপত্য ভাঙার ক্ষমতা দেখিয়েছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এই বিষয়ের উপরও একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। দ্বিতীয় ভারত মহাসাগর অঞ্চল সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "ভারতের কাছে বিশ্বের প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারত সেগুলি পূরণ করবে। তাই এই প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ভারতের প্রতি বিশ্বব্যাপী আস্থার প্রতীক।"

এছাড়াও, প্রতিরক্ষা খাতে দেশীয় সরঞ্জামগুলির চতুর্থ তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে যা কেবল দেশের মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করা হবে। এই তালিকায় ১০১টি প্রতিরক্ষা সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করার পরে, এখন শুধুমাত্র 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-এর অধীনে মোট ৪১১টি প্রতিরক্ষা খাতের সরঞ্জাম কেনা হবে।

গুজরাত সফরে ১৫,৬৭০ কোটি টাকা মূল্যের উপহার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'উন্নত দেশের জন্য উন্নত গুজরাত' মন্ত্রকে সঙ্গী করে ১৯-২০ অক্টোবর দুদিনের গুজরাত সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর সফরের সময়, রাজকোট, ভায়ারা তাপি, জুনাগড়, ত্রিমন্দির আদালাজে ১৫,৬৭০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, "যখন দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন করা হয়, তাঁরা দ্রুত সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন।"

রাজকোটে ৫৮৬০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন

গুজরাতের রাজকোটে ৫৮৬০ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং দেশের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী 'লাইট হাউস' প্রকল্পের জন্য ১১৪৪টি বাড়িও উৎসর্গ করেন। তিনি ইন্ডিয়া আরবান হাউজিং কনক্লেভেরও উদ্বোধন করেন। ব্রাহ্মণী-২ বাঁধ থেকে নর্মদা ক্যানেল পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত জল সরবরাহ প্রকল্প মরবি-বাল্ক পাইপলাইনও উৎসর্গ করা হয়েছে। তিনি জাতীয় মহাসড়ক ২৭-এর রাজকোট গোন্ডাল-জেতপুর অংশে বিদ্যমান চার লেন থেকে ছয় লেন সম্প্রসারণ-সহ আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

লাইফ মিশনের মন্ত্র- পরিবেশবান্ধব জীবন-শৈলী

আমরা আমাদের জীবনধারা বজায় রাখার জন্য ১.৬ গুণ বেশি সম্পদ ব্যবহার করছি। এর ফলে সারা পৃথিবীতে, পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। বৈষম্য দেখা দিয়েছে। পরিবেশের জন্য আদর্শ নীতিগুলি অনুসরণ করতে এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে ভারতের সংকল্পে আমি চমকিত।

-আন্তোনিও গুতেরেস, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব

মিশন লাইফ 'পরিবেশবান্ধব জীবনধারা, পরিবেশের জন্য এবং পরিবেশের দ্বারা'- এই মূল নীতি অনুসরণ করে। এটি আমাদের অনুপ্রাণিত করে যে আমরা সবাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু করতে পারি, যার ফলে পরিবেশ সুরক্ষিত হয়। জীবনধারা পরিবর্তন পরিবেশ রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে।"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

বিশ্ব জুড়ে এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিডের প্রচারে ভারত নেতৃত্ব দিচ্ছে। দুর্যোগ প্রতিরোধী পরিকাঠামোর জন্য জোট গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, ভারত বিশ্বকে তার পরিবেশ সুরক্ষার ধারণা সম্পর্কে সচেতন করেছে। ভারত এখন পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তার সংকল্পকে আরও জোরদার করতে বিশ্বের সঙ্গে তার অংশীদারিত্ব আরও বাড়াতে চায়। সেই লক্ষ্যে আরও একধাপ এগিয়ে গত ২০ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের কেভাদিয়ার একতা নগরে 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'তে মিশন লাইফ চালু করেছিলেন।

গুজরাত হল ভারতের অন্যতম রাজ্য যেগুলি প্রথম থেকে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কাজ শুরু করেছিল। গুজরাতে খালগুলিতে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হোক বা খরা-প্রবণ এলাকায় জলের স্তর বাড়ানোর জন্য জল সংরক্ষণের মতো অভিযান চালু করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে গুজরাট থেকে চালু হওয়া মিশন লাইফ পি-থ্রি মডেলের ধারণাকে শক্তিশালী করবে। পি-থ্রি মানে 'প্রো প্ল্যানেট পিপল' অর্থাৎ পৃথিবী অনুকূল জনগণ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "মিশন লাইফের মন্ত্র হল পরিবেশবান্ধব জীবনধারা। মিশন লাইফ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সকল দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে যাতে প্রত্যেকে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারে, পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখতে পারেন।" প্রধানমন্ত্রী অথর্ববেদের উল্লেখ করে বলেন, "মাতা ভূমি পুত্রহম পৃথ্ব্যা" মানে পৃথিবী আমাদের মা এবং আমরা তার সন্তান।" মিশন লাইফে সম্পদের ব্যবহার হ্রাস করা, পুনঃব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার' করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মিশন লাইফ প্রকৃতি সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি জীবনধারা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করবে, যা আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রহণ করেছিলেন। এই জীবন শৈলীকে আমাদের জীবনধারার অংশ করা যেতে পারে।

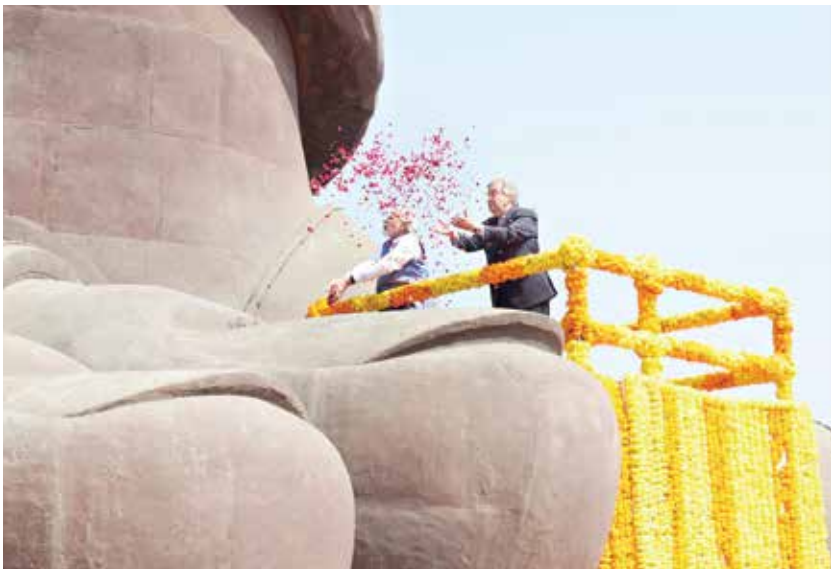

ভারতের পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ

- ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু কার্বন নির্গমন মাত্র ১.৫ টন।
- ভারতে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা রয়েছে।
- বায়ু শক্তিতে ভারত চতুর্থ এবং সৌরশক্তিতে পঞ্চম স্থানে রয়েছে।
- গত ৭-৮ বছরে ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষমতা প্রায় ২৯০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সময়সীমার ৯ বছর আগে অ-জীবাশ্ম জ্বালানির উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হয়েছে।
- এছাড়াও পেট্রোলে ১০% ইথানল মিশ্রনের লক্ষ্যমাত্রা ৫ মাস আগেই অর্জিত হয়েছে।
- ভারত জাতীয় হাইড্রোজেন মিশনের মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব শক্তির উৎসের দিকে এগিয়ে গেছে।

এই পাঁচটি ধাপ অবলম্বন করে জীবনকে স্বাস্থ্যকর করে তুলুন

- আপনার এলাকায় যে ঋতুতে যে সবজি, ফল পাওয়া যায় তা খান, এটি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যের উন্নতিই করবে না জ্বালানি ও অর্থেরও সাশ্রয় করবে।
- প্রতিদিন হাঁটুন। সাইকেলও চালাতে পারেন।
- নিজের অধিকার বুঝে নিন। এবং সঠিক বিষয় নির্বাচন করুন। আপনি যদি সোসাইটিতে ফ্ল্যাট কেনেন, তাহলে ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং সোলার প্যানেলের দিকে নজর দিন।
- সুইচ বন্ধ করুন- বিদ্যুতের সুইচ বা জল, গ্যাস, বা মোটর যান, - প্রয়োজন না থাকলে এই জিনিসগুলির সুইচ বন্ধ করুন।
- সবাইকে এই আন্দোলন সম্পর্কে বলুন, সচেতন করুন। আসুন দেশের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

মিশন লাইফের ত্রি-স্তরীয় কৌশল

- জনগণকে দৈনন্দিন জীবনে সহজ কিন্তু কার্যকর পরিবেশ বান্ধব কাজ করতে অনুপ্রাণিত করা।
- পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শিল্প ও বাজারকে সক্ষম করা।
- সুস্থায়ী ব্যবহার ও উৎপাদনের জন্য একটি কার্যকর নীতি প্রণয়ন করা।

উপকূল অঞ্চলে সংযোগ শক্তিশালী হবে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯ অক্টোবর গুজরাতের জুনাগড়ে ৩৫৮০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এখানে কার্গো সুবিধা তৈরি করা হবে, যার ফলে ফল, সবজি, মাছ ও অন্যান্য পণ্য পাঠানো সহজ হবে।

মিশন স্কুল অফ এক্সিলেন্স চালু হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের আদালাজ, ত্রিমন্দিরে মিশন স্কুল অফ এক্সিলেন্সের সূচনা করেছেন। মিশনে মোট ১০,০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। এই মিশনে ৫০ হাজার নতুন ক্লাসরুম এবং এক লক্ষের বেশি স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরি করা হবে। এখানে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৪২৬০ কোটি টাকার প্রকল্পও চালু করেন।

ভায়ারা, তাপিতে উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাপি এবং নর্মদা জেলার জল সরবরাহ প্রকল্প, সাপুতারা থেকে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং আদিবাসী এলাকায় উন্নয়নের জন্য ১৯৭০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মিশন স্কুল অফ এক্সিলেন্সের আওতায় প্রায় ৪০০০ আদিবাসী এলাকায় শিক্ষা আধুনিকীকরণ করা হবে।" ■

দেশে প্রথমবার সামরিক পরিবহন বিমান তৈরি করবে বেসরকারি একটি সংস্থা

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ বিশ্বের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রচারাভিযান চালু করেছিলেন, তখন সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। সেই সময়ে মনে করা হয়েছিল যে ভারতের উৎপাদন খাতের পরিবর্তে পরিষেবা শিল্পে নজর দেওয়া প্রয়োজন। যাইহোক, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ অভিযানের সঙ্গে ভারত এখন তার নিজস্ব যুদ্ধ বিমান, ট্যাঙ্ক এবং সাবমেরিন তৈরি করছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশ টিকা প্রস্তুত এবং টিকাদানের ক্ষেত্রে বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সামগ্রী, অটোমোবাইল, এবং মোবাইল ফোন উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এখন সেমিকন্ডাক্টর, ড্রোন, এবং সামরিক পরিবহন বিমানের পালা। এই ক্ষেত্রগুলি দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল। এই ঘাটতি মেটাতে সেপ্টেম্বর মাসে গুজরাতে দেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তারপরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩০ অক্টোবর ভাদোদরায় একটি সামরিক পরিবহন বিমান তৈরির সুবিধার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

আজ, ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল বিমান ক্ষেত্র রয়েছে। বিমান ট্রাফিকের দিক থেকে, আমরা বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে অন্যতম একটি হতে চলেছি। আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে আকাশপথে ভ্রমণের জন্য আরও লক্ষ লক্ষ যাত্রী বৃদ্ধি পাবে। উড়ান প্রকল্পের ফলে দেশের বিমান শিল্প এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছে আগামী ১০-১৫ বছরে ভারতে দুই হাজারের বেশি যাত্রী এবং কার্গো বিমানের প্রয়োজন হবে। ভারত ইতিমধ্যে এই ব্যাপক চাহিদা মেটাতে পরিকল্পনা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩০ অক্টোবর সি-২৯৫ সামরিক পরিবহন বিমান তৈরির জন্য গুজরাতের ভাদোদরায় একটি প্ল্যান্টের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই এয়ারক্রাফ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টটি হবে দেশের প্রথম বেসরকারি বিমান তৈরির কারখানা। টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেম লিমিটেড এবং এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস, স্পেনের মধ্যে সহযোগিতায় প্ল্যান্টটি ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য ৪০টি সি-২৯৫ বিমান তৈরি করবে।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উৎপাদন খাতের পরিবর্তনে গত আট বছরে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, “ব্যবসা করার পথ সহজ করতে জোর দিয়েছে ভারত।” প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে কর্পোরেট কর

রোজগার মেলায় প্রধানমন্ত্রী

"যদি শিল্পগুলি দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে থেকে আসে, নতুন কর্মসংস্থানের এবং স্ব-রোজগারের সুযোগ আসবে।"

প্রধানমন্ত্রী ২৯ অক্টোবর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গুজরাত রোজগার মেলার উদ্বোধন করেন। দিল্লি থেকে জাতীয় স্তরে 'রোজগার মেলা'র সম্প্রসারণ করেছেন। গুজরাতের পঞ্চায়েত পরিষেবা নির্বাচন বোর্ডে পাঁচ হাজারেরও বেশি এবং লোক রক্ষক নিয়োগের জন্য আট হাজারেরও বেশি প্রার্থীকে নিয়োগের চিঠি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "আগামী দিনগুলিতে, এমনকি অন্যান্য রাজ্যগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গুজরাতের মতো 'রোজগার মেলা' আয়োজন করবে। আমাকে জানানো হয়েছে যে প্রায় সমস্ত রাজ্য এগিয়ে আসছে এমনকি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিও এই উদ্যোগে যোগ দিচ্ছে।"

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। যাইহোক, রাজ্যগুলি যে হারে যোগদান করছে, তাতে এর সংখ্যা শীঘ্রই এই লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাবে। এর মানে হল যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি আজ এমন এক প্রজন্মের যুবকদের জন্য একযোগে কাজ করছে। দেশের তরুণতরুণী যারা অনেক উৎসাহ নিয়ে কর্মীবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

২০২১ সালে এয়ারবাসের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে, ভারত প্রায় ২১,০০০ কোটি টাকার (অ্যাডস্পেস) মূল্যের এয়ারবাস ডিফেন্স এবং স্পেসের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। পুরনো এভিআরও-৭৪৮-এর পরিবর্তে সি-২৯৫ বিমান কেনার চুক্তি হয়েছিল। সেখানে ৫৬টি বিমান চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি স্পেন থেকে আসবে এবং বাকি ৪০টি গুজরাতের ভাদোদরায় তৈরি হবে। এসব বিমান হবে সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে। ২০২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের আগস্টের মধ্যে ১৬টি বিমান সরবরাহ করা হবে। দেশীয়ভাবে তৈরি বিমানগুলো প্রস্তুত হবে ২০২৬ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে বিমান বাহিনী ৫৬টি বিমান পাবে।

দেশীয় ব্যবসা উপকৃত হবে

সাতটি রাজ্যের ২৫টি কোম্পানির জন্য ১৩৪০০টি যন্ত্রাংশ এবং ৪৬০০টি সাব-অ্যাসেম্বলি কম্পোনেন্ট সরবরাহ করবে। এছাড়াও, ৫৬টি বিমানের প্রতিটিতে ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এবং ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেড দ্বারা তৈরি একটি দেশীয় ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার স্যুট থাকবে। এই প্রেক্ষাপটে, এই প্রকল্পটি ভারতের বেসরকারি খাতের জন্য দিক পরিবর্তনকারী হিসাবে প্রমাণিত হবে।

ব্যবস্থাকে সরল করে, এটিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে ১০০% বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দিয়ে, প্রতিরক্ষা, খনির মতো খাতগুলিক উন্মুক্ত করে অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করা হয়েছে। ২৯টি শ্রম আইনকে চারটি কোডে সংস্কার করে, ৩৩০০০ কমপ্ল্যায়েন্সের অবসান ঘটিয়ে পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করা হয়েছে।

ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমাদের সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতির ফল এফডিআইতেও প্রতিফলিত হয়। গত আট বছরে ১৬০টিরও বেশি দেশের সংস্থা ভারতে বিনিয়োগ করেছে।" বিদেশি বিনিয়োগ যে নির্দিষ্ট খাতে সীমাবদ্ধ ছিল তাও নয়। এর পরিধি অর্থনীতির ৬০টিরও বেশি সেক্টর জুড়ে বিস্তৃত, বিনিয়োগ পৌঁছেছে ৩১টি রাজ্যে। ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে শুধুমাত্র মহাকাশ শিল্পে। ২০০০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই খাতে বিনিয়োগ পাঁচগুণ বেড়েছে। অর্থাৎ আগের ১৪ বছরের তুলনায় গত আট বছরে পাঁচ গুণ বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ খাত আগামী বছরগুলিতে স্বনির্ভর ভারত অভিযানের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠবে। আমাদের লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের প্রতিরক্ষা পণ্য উৎপাদন ২৫ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়া। উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে নির্মিত প্রতিরক্ষা করিডোরগুলিও এই সেক্টরের সম্প্রসারণে সহায়তা করবে।

নির্বাচিত দেশগুলির মধ্যে ভারত থাকবে

এই প্ল্যান্টটি সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিমান প্রস্তুতকারী দেশগুলির একটি নির্বাচিত দলে যোগ দেবে। বর্তমানে এই তালিকায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ইউক্রেন, ব্রাজিল, চিন এবং জাপান। ■

জাতীয় একতা দিবস

এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনের লক্ষ্যে যাত্রা

সর্বদাই ভারতের নীতি ও আকাঙ্ক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঐক্য। একতার চেতনা প্রতিটি ভারতীয়কে এক সূত্রে গেঁথেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হয় ২০১৪ সাল থেকে দেশে ভারতরত্ন লৌহ মানব 'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল'-এর জন্মবার্ষিকী, অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর দিনটি 'জাতীয় একতা দিবস' হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ঐক্য ও অখণ্ডতার চেতনাকে শক্তিশালী করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বল্লভভাইয়ের ১৪৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেভাদিয়ার 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'তে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং জাতীয় একতা দিবসের উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

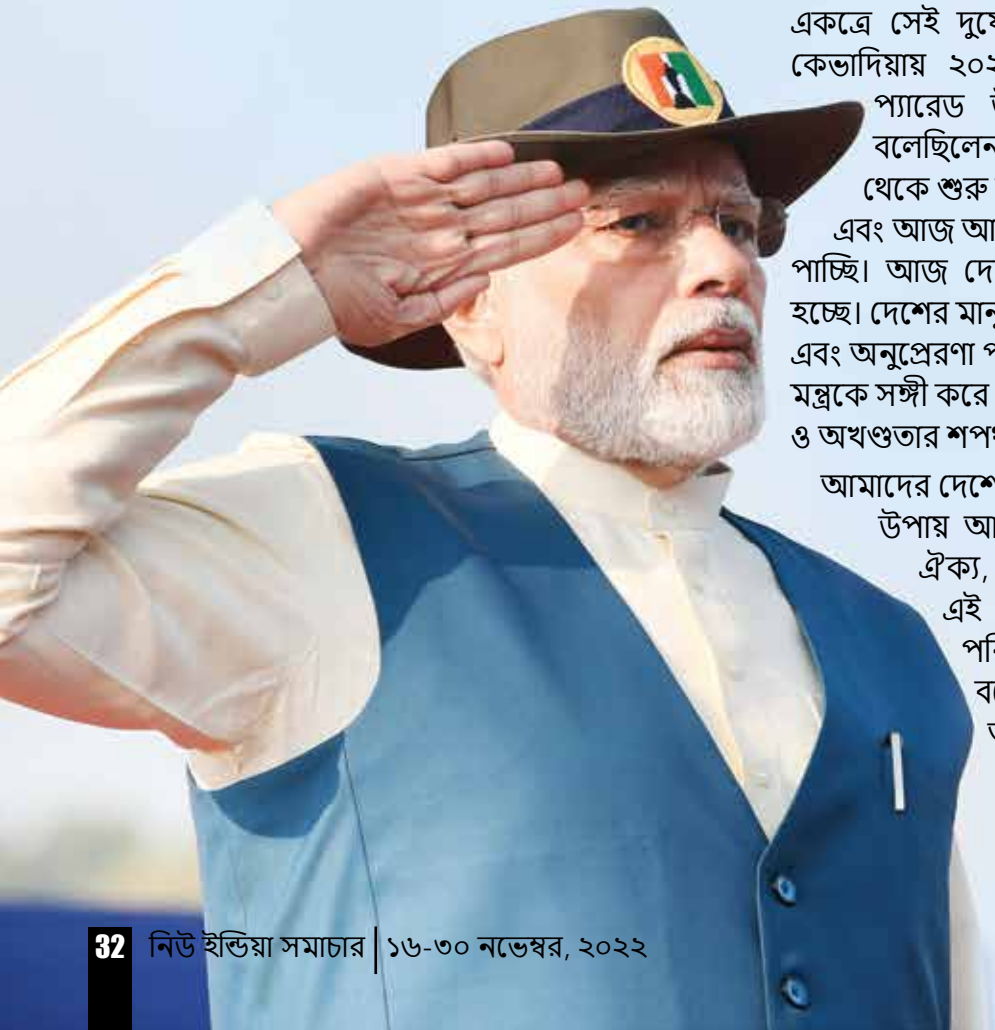

'জাতীয় ঐক্য দিবস' হল ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উদযাপনের উপলক্ষ্য। ঐক্য আমাদের দর্শনের মধ্যে অন্তর্নিহিত। দেশে যখনই কোন বিপর্যয় আসে, সারা দেশের মানুষ একত্রে সেই দুর্যোগের মোকাবেলা করে। গুজরাতের কেভাদিয়ায় ২০২২ সালের জাতীয় একতা দিবসের প্যারেড উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "এই সংহতি, এই শৃঙ্খলা পরিবার থেকে শুরু করে দেশ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে প্রয়োজন এবং আজ আমরা দেশের প্রতিটি কোণে এটি দেখতে পাচ্ছি। আজ দেশে ৭৫ হাজার ঐক্য দৌড় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের মানুষ সর্দার প্যাটেলের সংকল্প থেকে শক্তি এবং অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন। অমৃত কালের মধ্যে 'পঞ্চপ্রাণ' মন্ত্রকে সঙ্গী করে আজ সাড়া দেশের মানুষ জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতার শপথ গ্রহণ করেছেন।"

আমাদের দেশে উৎসব উদযাপনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপায় আছে, কিন্তু চেতনা একই। দেশের এই ঐক্য, এই সংহতি, একে অপরের প্রতি এই সখ্যতা ভারতের গভীর মূল্যবোধের পরিচায়ক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আজ জাতীয় একতা দিবসে, আমি সর্দার প্যাটেলের দায়িত্বের কথা পুনরাবৃত্তি করতে চাই। তিনি আমাদের দেশের ঐক্যকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই ঐক্য তখনই

কেভাদিয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটিতে সর্দার প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'তে সর্দার প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং জাতীয় একতা দিবসের উদযাপনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাতীয় একতা দিবসের প্যারেড পাঁচটি রাজ্যের বিএসএফ এবং পুলিশ বাহিনী- প্রতিটি অঞ্চল থেকে একজন করে অংশগ্রহণ করেছিল। পাঁচটি রাজ্য হল, উত্তর অঞ্চল (হরিয়ানা), পশ্চিম অঞ্চল (মধ্যপ্রদেশ), দক্ষিণ অঞ্চল (তেলেঙ্গানা), পূর্ব অঞ্চল (ওড়িশা) এবং উত্তর-পূর্ব জোন (ত্রিপুরা)। এই দলগুলি ছাড়াও, কমনওয়েলথ গেমস ২০২২-এর ছয়জন পুলিশ স্পোর্টস পদক বিজয়ীও কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিলেন।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরম্ভ ৪.০-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ৯৭তম কমন ফাউন্ডেশন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী আধিকারিকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। কেভাদিয়ায় দুটি নতুন পর্যটন স্থান গড়ে তোলা হয়েছে মেজ গার্ডেন এবং মিয়াওয়াকি বন। গোলকধাঁধা বাগান বা মেজ গার্ডেনটি তিন একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত যা এটিকে দেশের বৃহত্তম গোলকধাঁধা বাগান করে তুলেছে। বাগানে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার চারা রোপণ করা হয়েছে।
- প্রায় ২ একর জায়গা নিয়ে মিয়াওয়াকি বন গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি দেশীয় ফুলের বাগান, কাঠের বাগান, ফলের বাগান, ঔষধি বাগান, মিশ্র প্রজাতির পৃথক বিভাগ এবং একটি ডিজিটাল ওরিয়েন্টেশন সেন্টার। এটি জাপানি উদ্ভিদবিদ আকিরা মিয়াওয়াকির কৌশল ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যা কম সময়ে ঘন ও দেশীয় বন প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

শক্তিশালী হবে যখন প্রতিটি নাগরিক একই কর্তব্যবোধ নিয়ে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। আজ এই কর্তব্যবোধকে সর্বাগ্রে রেখে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' মন্ত্রে দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। আজ নিরপেক্ষ নীতির কারণে দেশের প্রতিটি অংশে, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি বিভাগে এবং প্রতিটি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।" কুচকাওয়াজের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তার শপথ পাঠ করান।

অনুষ্ঠানে আম্বাজির আদিবাসী শিশুরা সঙ্গীত পরিবেশন করে

কেভাদিয়ায় অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল আম্বাজির আদিবাসী শিশুদের সঙ্গীত পরিবেশনা। এই গানের দলের সদস্যরা একসময় আম্বাজি মন্দিরে ভিক্ষা করত। গত মাসে তাঁর আম্বাজি যাত্রার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই শিশুদের সঙ্গীত পরিবেশনা দেখে তাদের উৎসাহিত করেছিলেন। এই আদিবাসী শিশুদের সঙ্গীত চর্চার গল্পটি বেশ অনুপ্রেরণাদায়ক। এই শিশুদের একসময় তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে এবং শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল।

একতা নগর: সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ শহর

একতা নগর ভারতের একটি মডেল শহর হিসাবে গড়ে উঠছে, যা শুধু দেশেই নয়, সারা বিশ্বে নজিরবিহীন হবে। দেশে যখন পরিবেশ রক্ষায় মডেল সিটির কথা বলা হবে বা এলইডি'র মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মডেল সিটির কথা বলা হয়, তখন সবার আগে একতা নগরের নাম আসবে। এখানে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পরিবহন ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। একতা মল, একতা নার্সারি, একতা ফেরি, এবং একতা রেলওয়ে স্টেশন গঠন করা হবে। একতা নগরে একটি জাদুঘরও তৈরি করা হবে। ■

সাধারণ মানুষের বাড়ির স্বপ্ন পূরণ হয়েছে

"আমরা এখন খুব সুখী! সিমেন্ট, বালি দ্বারা নির্মিত পাকা বাড়িতে বসবাস করছি। আমাদের মতো দরিদ্র পরিবারকে পাকা বাড়ি নির্মাণে সহায়তা করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ। আমি এখন এই বাড়ির গর্বিত মালিক।" ওড়িশার বালাঙ্গির জেলার বাসিন্দা শশী বারিক একথা জানিয়েছেন। এই বিধবা মহিলা এতদিন একটি জরাজীর্ণ বাড়িতে বসবাস করতেন। করোনা মহামারির সময় পাকা বাড়ি তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামাঞ্চল স্কিম থেকে তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন। ছেলে দিনমজুর, তাঁর রোজগারে পাঁচ সদস্যের পরিবারের জন্য দুবেলা খাবার জোগাড় করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামাঞ্চল থেকে ১,৩০,০০০ টাকা অনুদান পেয়েছিলেন পাকা বাড়ি তৈরির জন্য। শশী দ্রুত বাড়ি নির্মাণ সম্পন্ন করেন, যার জন্য সরকার প্রণোদনা তহবিল দেয়।

ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলার চাপকা গ্রামের ৫৯ বছর বয়সি বাঁধনা ওঁরাও কাঁচা বাড়িতে বাস করতেন। বর্ষা ও শীতের সময় পরিবারের সকলের দুর্ভোগ বাড়ত, কারণ শিশুরা প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়ত। পাকা বাড়ি তৈরি করা তাঁদের কাছে এক অসম্ভব কাজ বলে মনে হত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামাঞ্চল-এর সহায়তায় তাঁদের সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় বাঁধন বাড়ি নির্মাণ করেন। তিনি এখন তাঁর পরিবারের সঙ্গে নতুন বাড়িতে বসবাস করছেন। বাড়ি পাকা হওয়ায় পরিবারের সকলের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। তিনি এখন গ্রামের অন্যদের তাড়াতাড়ি তাঁদের বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে উৎসাহিত করছেন।

পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য পাঁচটি মন্ত্র

১ প্রথমে বঞ্চিত: প্রকল্পের সুবিধা সবার আগে পৌঁছেছে গ্রামের দরিদ্রদের কাছে, যারা নিজেদের বাড়ি বানানোর আশা পরিত্যাগ করেছিলেন।

২ স্বচ্ছতা: মন্ত্রটি ছিল 'গরীবদের অধিকার', জাত, ধর্ম বা ভোটব্যাঙ্ক বা কোনও সুপারিশ ছাড়াই তাঁরা বাড়ি পাবেন।

৩ মহিলাদের ক্ষমতায়ন: স্কিমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাড়ির মালিকানা তাঁদের নামে বা যৌথ নামে করার প্রচেষ্টা।

৪ প্রযুক্তিগত পর্যবেক্ষণ: প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাড়ির নির্মাণ পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ।

৫ মৌলিক চাহিদা অন্তর্ভুক্ত: বাড়িতে শুধুমাত্র চার দেওয়াল থাকা উচিত নয়; এটি এলাকার চাহিদা এবং শৈলী অনুযায়ী নির্মাণ করা উচিত। বাড়িতে সব সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে।

> একটি বাড়ি কেবল ইট এবং সিমেন্টের তৈরি একটি কাঠামো নয়, আমাদের অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষাগুলি গৃহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বাড়ির সীমানা প্রাচীর কেবল আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করে না বরং আমাদের মধ্যে আস্থা এবং উত্তম ভবিষ্যতের আশ্বাসও জাগিয়ে তোলে।
> - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

শুধু ওড়িশার শশী বারিক বা ঝাড়খণ্ডের বাঁধন ওরাওঁয়ের স্বপ্ন নয়, দেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষের নিজস্ব পাকা বাড়ির স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। যাদের মাথার ওপর ছাদ নেই, কাঁচা বাড়িতে বা ভগ্নপ্রায় বাড়িতে বা ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়, তাঁরা বোঝে পাকা ঘরের মূল্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে, সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা চালু করেছে, যা দরিদ্র মানুষদের পাকা বাড়ি প্রদান করেছে। ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামাঞ্চলের ষষ্ঠ বার্ষিকী। আবাস যোজনা সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক...

মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার সুধীর কুমার জৈন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে পাকা বাড়ি পাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, 'এই প্রকল্পটি গৃহহীন পরিবারের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে উঠছে'। সুধীর আগে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন এবং ৬-৭ বার বাড়ি পরিবর্তন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছিলেন, "শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ি, মাথায় উপর ছাদ পাওয়ার আনন্দ অমূল্য!" সাধারণ মানুষের জীবনের এই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি প্রধানমন্ত্রীকে দেশের সেবায় অক্লান্ত ও অবিরাম কাজ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহরাঞ্চল ২০১৫ সালের ২৫ জুন চালু হয়েছিল এবং ২০১৬ সালের ২০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামাঞ্চল চালু হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'সকলের জন্য আবাসন' নিশ্চিত করার জন্য ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পটি সম্প্রসারিত করেছে। এই সময়ে, ১.৫৬ কোটি গৃহ নির্মাণের জন্য তহবিলের বন্দোবস্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল)-এর অধীনে শহর ও গ্রামাঞ্চলে আনুমানিক ৩.৭২ কোটি বাড়ির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৩.৫ কোটি নির্মিত হয়েছে। মোট নির্মিত

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা – গ্রামাঞ্চল

২০১৬ সাল থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের পাকা ঘর দেওয়া হয়।

আট বছরে গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পকে উৎসাহিত করা

বছর	সংখ্যা
২০০৬-২০১৪	১.৮ কোটি
২০১৪-২০২২	২.৫৫ কোটি

- বাড়ির আকার ২০ বর্গ মিটার (ইন্দিরা আবাস যোজনা) থেকে ২৫ বর্গ মিটার বৃদ্ধি।
- ইউনিট সহায়তা ৭০/৭৫ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.২০/১.৩০ লক্ষ টাকা হয়েছে।
- স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণের অধীনে শৌচাগার নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ১২ হাজার টাকা।

প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা – শহরাঞ্চল

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহরাঞ্চল বিশ্বের বৃহত্তম আবাসন প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম।
- ২০১৬ সালে শহরের বাসিন্দাদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন চালু করা হয়েছিল।
- ৫৮.৫৯ লক্ষ বাড়ি নির্মাণ বা হস্তান্তর করা হয়েছে। ১৬ লক্ষ বাড়ি নির্মাণে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

২০০৪-২০১৪ বনাম ২০১৫-২০২২

অনুমোদিত বাড়ির সংখ্যা দশগুণ বেড়েছে, ১৩.৪৮ লক্ষ থেকে ১২২.৬৯ লক্ষ হয়েছে।

সম্পূর্ণরূপে নির্মিত বাড়ির সংখ্যা ৭.৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ৮.০৪ লক্ষ থেকে এর সংখ্যা হয়েছে ৬৩.৬৫ লক্ষ।

আবাসন প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ ২২ গুণ বেড়েছে, ০.৩৮ লক্ষ কোটি থেকে ৮.৩১ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আবাসন সহায়তা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ০.২০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ১.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যার ফলে প্রায় ২.৪০ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

৬৭৪ কোটি কর্ম দিবস বা ২.৪০ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বাড়িগুলির মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি বাড়ি সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যেসব পরিবারের আগে পাকা বাড়ি ছিল না তাঁদের এই সকল বাড়ি প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে চেন্নাই এবং তারপরে গুজরাতের রাজকোটে আধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত ১১০০টি বাড়ির সুবিধাভোগীদের হাতে চাবি তুলে দিয়েছেন।

'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েতি রাজ' সুবিধাভোগীদের উপর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামাঞ্চলের প্রভাব নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। সমীক্ষা অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দ্বারা প্রদত্ত পাকা ঘর সুবিধাভোগীর আর্থ-সামাজিক-মানসিক সুস্থতা, সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, মালিকানা এবং নিরাপত্তার অনুভূতি এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামাঞ্চলের অধীনে নির্মিত বাড়িগুলির মধ্যে ৬৮% পরিবার জানিয়েছে যে জীবিকা নির্বাহের জন্য বাড়ির ভিতরে অতিরিক্ত জায়গা রয়েছে, যেখানে ৩৩% সাধারণ বাড়িতে জীবিকা নির্বাহের জন্য আলাদা জায়গা রয়েছে। এই স্কিমের সুবিধাভোগীদের বেশিরভাগই ৩০ থেকে ৪১ বছরের মধ্যে।

মধ্যপ্রদেশে ধনতেরাসে গৃহ প্রবেশ

গৃহপ্রবেশ থেকে স্বপ্নকে সত্যি করার নতুন দিশা

নতুন বাড়ি নতুন আশা, নতুন উদ্যম, নতুন জীবনীশক্তির পরিচায়ক। এই কারণেই, কেউ যখন একটি নতুন বাড়ি কেনেন, নতুন সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের সাতনায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণের ৪.৫ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীদের জন্য 'গৃহপ্রবেশ' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে তাঁদের হাতে বাড়ির চাবি হস্তান্তর করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "আগে, দেশের দুর্বল নীতির ফলে মানুষ গৃহহীন হতেন, পরের প্রজন্ম দুর্দশার শিকার হত। দেশ আমাদের সুযোগ দিয়েছে। আমরা পুরনো চক্রটি ভাঙছি। প্রতিটি দরিদ্র মানুষ যাতে পাকা ঘর পান আমাদের সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। তাই এত বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে।"

মধ্যপ্রদেশে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৩৮ লক্ষ বাড়ি অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু সরকার দরিদ্রদের চাহিদা বোঝে, তাই নতুন বাড়ির মধ্যে শৌচাগার, বিদ্যুৎ, জলের সংযোগ এবং গ্যাস সংযোগ রয়েছে। দেশের নেতৃত্ব এখন অতীত থেকে শিক্ষা নিচ্ছে এবং নাগরিকদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। আগে, মানুষ তাঁদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, ফলে তাঁদের অন্য কিছু নিয়ে ভাবার সময় ছিল না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা পথ পরিবর্তন করেছি এবং বাড়ির মালিকদের সম্পূর্ণ মালিকানা প্রদান করেছি।" প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

> এটা আমাদের সরকারের বড় সৌভাগ্য যে আমরা সাড়ে তিন কোটি পরিবারের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। এটি আজকের নতুন ভারত, যেখানে ধনতেরাসে দরিদ্ররা তাঁদের নতুন বাড়িতে বাস করতে পারছেন।
>
> - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

যারা গৃহহীন বা যাদের কাঁচা ঘর রয়েছে, তাঁরা যদি পাকা বাড়ি পান, তাহলে তাঁরা তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগ দিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ২ কোটি উপকারভোগীর মধ্যে ৭৪ শতাংশের বেশি মহিলা বা তাঁদের নাম যৌথভাবে নিবন্ধিত হয়েছে। বাড়ির মালিকানার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন, গৃহস্থালির অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তে তাঁদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। কোটি কোটি বাড়ি নির্মাণ শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, কলের মিস্ত্রি এবং আসবাবপত্র প্রস্তুতকারকদের জন্য প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি করেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যবসাও।

'সকলের জন্য আবাসনে'র প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "গরিবদের পাকা বাড়ি দেওয়ার এই প্রচারাভিযান শুধুমাত্র একটি সরকারি প্রকল্পের চেয়ে অনেক বেশি।" এটি গ্রামে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস জোগাড় করার প্রথম ধাপ এটি। এটি মাথায় রেখে, আমাদের সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

পূর্ববর্তী ২১টি পরিকল্পনার ব্যর্থতা এক সফল পরিকল্পনার জন্ম দিয়েছে

সরকারি আবাসন প্রকল্পের আওতায় দেশে আগেও বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মানুষের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। স্বাধীনতার পর শিল্প শ্রমিক এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের জন্য সমন্বিত ভর্তুকিযুক্ত গৃহ প্রকল্প ছিল প্রতিষ্ঠিত প্রথম আবাসন প্রকল্প (১৯৫২)। তারপরে, প্রতি ১০-১৫ বছরে, স্কিমগুলিতে নতুন নিয়ম যুক্ত করা হয়েছিল, নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আগে ২১টি স্কিম ছিল, কিন্তু সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্য পূরণ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ২০১৪ সালে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি 'সকলের জন্য আবাসন' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল চালু করেন। ■

সরকারি দফতরে ৮৮ লক্ষ বর্গফুটেরও বেশি জায়গা খালি করা হয়েছে

দীর্ঘদিন ধরে ফাইল আটকে থাকা, ফাইল জমা থাকা, দীর্ঘ অপেক্ষা! সরকারি দফতর বলতে সাধারণ মানুষের মনে এই চিত্রই ভেসে ওঠে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধু দেশের নয়, সরকারি বিভাগেরও এই চিত্র পাল্টাতে সক্ষম হয়েছেন। এই কারণেই, গান্ধী জয়ন্তী থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে সরকারি দফতরে অনুষ্ঠিত বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ২.০ চলাকালীন সময়ে শুধুমাত্র ৫৪ লক্ষেরও বেশি ফাইল পর্যালোচনা করা হয়নি, ৪ লক্ষেরও বেশি দীর্ঘ মুলতুবি থাকা মামলা এবং অভিযোগগুলিও নিস্পত্তি করা হয়েছে। ৮৮ লক্ষ বর্গফুট জায়গা খালি করা হয়েছে। এছাড়াও, পরিচ্ছন্নতা অভিযানের অংশ হিসাবে, সরকার বিভিন্ন বিভাগের ফাইল এবং স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তি করে ৩৬৪.৫৩ কোটি টাকা আয় করেছে।

লাল সুতোয় দীর্ঘকাল সরকারি ফাইল আটকে থাকত। এটা এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর নরেন্দ্র মোদী এই অভ্যাসের অবসান করেছেন। উন্নয়ন প্রকল্প হোক বা সরকারি অফিসে প্রাপ্ত অভিযোগ এখন আর কোনও ফাইল দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে না। গত বছর প্রথমবার সরকারি অফিসে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই বছর গান্ধী জয়ন্তী অর্থাৎ ২ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ২.০ চালু করা হয়েছিল। এটি গত বছরের প্রচারাভিযানের তুলনায় প্রায় ১৫গুণ বৃহৎ ছিল। কেন্দ্রীয় কর্মী, জনঅভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং-এর মতে, এই প্রচারাভিযানের সময়, ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল-সহ সংযুক্ত, অধীনস্থ এবং আঞ্চলিক অফিসগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল। এবার প্রচারের অংশ হিসাবে ৯৯,৬৩৩টি স্থানে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। এই স্থানগুলিতে জনসাধারণের অভিযোগ সম্বলিত ৪,৩৬,৮৫৫টি স্থগিত থাকা ফাইলগুলিও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারা দেশে বিভাগ ও মন্ত্রক মিলিয়ে মোট ৫৪.৫ লক্ষ ফাইল পর্যালোচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং-এর মতে, এই প্রচারাভিযানের সময়, সাংসদদের কাছ থেকে প্রায় ৮৭৮৪টি তথ্যসূত্র এবং অভিযোগ পর্যালোচনা এবং সমাধান করা হয়েছিল।

এই অভিযানের আওতায় বিভিন্ন দফতর ও মন্ত্রকে পড়ে থাকা বর্জিতাংশ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই বর্জিতাংশ বিক্রি করে সরকার ৩৬৪.৫৩ কোটি টাকা আয় করেছে। আবর্জনা থেকে

এই অভিযান
৯৯,৬৩৩টি
স্থানে পরিচালনা করা হয়েছে।

৪,৩৬,৮৫৫টি
গণ অভিযোগ ফাইল পর্যালোচনা এবং নিস্পত্তি করা হয়েছে।

এই সময়ে সারাদেশে বিভাগ ও মন্ত্রকগুলি ৫৪.৫ লক্ষ ফাইল পর্যালোচনা করেছে।

গত বছর চারটি রাষ্ট্রপতি ভবনের সমতুল্য স্থান মুক্ত করা হয়েছিল

গত বছর সরকারি অফিসগুলোতেও একই ধরনের পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। মুলতুবি ফাইল এবং বর্জিতাংশ নিষ্পত্তি করার পরে যে স্থান খালি হয়েছিল, তা চারটি রাষ্ট্রপতি ভবনের চেয়ে বেশি ছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনের মেঝে এলাকা প্রায় ২ লক্ষ বর্গফুট। ৩ লক্ষ ২৮ হাজার গণ-অভিযোগের মধ্যে ৩ লক্ষ ৩ হাজার অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। একই সঙ্গে ৮৩৪টি নিয়ম ও পদ্ধতির মধ্যে ৬৮৫টি'র সরলীকরণ করা হয়েছে, সাংসদদের ১১০৫৭টি চিঠির মধ্যে ৮২৮২টি'র নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আয়ের দিক থেকে সামরিক বিষয়ক বিভাগ এগিয়ে রয়েছে। এটি বর্জিতাংশ বিক্রি থেকে ২১২.৭৬ কোটি টাকা লাভ করে তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে, তারপরে রয়েছে কয়লা মন্ত্রক এবং রেল মন্ত্রক। তাদের আয় যথাক্রমে ৪৮.৫১ কোটি টাকা এবং ৩৩.০৫ কোটি টাকা।

এইভাবে প্রচার অভিযান চলল...

হাজার হাজার কর্মকর্তা ও নাগরিক বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ২.০-এ অংশগ্রহণ করেন, সরকারি অফিস পরিষ্কার করার আন্দোলন শুরু করেন। ডাক বিভাগ ২৪ হাজার পোস্ট অফিসে, রেল মন্ত্রক ৯৩৭৪টি রেলস্টেশনে, প্রতিরক্ষা বিভাগ ৫৯২২টি মিশন এলাকায় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ১১৫৫৯টি মিশন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে। ১৬টি মন্ত্রক বা বিভাগ এক হাজারের বেশি স্থানে এবং ৩১টি মন্ত্রক/বিভাগ একশোটিরও বেশি স্থানে প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছে। বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ২.০-এর অগ্রগতি একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল, www.pgportal.gov.in/scdpm22 -এর মাধ্যমে প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। সমস্ত মন্ত্রক এবং বিভাগ জুড়ে ২১৫ জন নোডাল অফিসার এবং সাব-নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রতি সপ্তাহে, ভারত সরকারের সচিবরা বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান ২.০ পর্যালোচনা করেন। এই অভিযানের অগ্রগতি সামাজিক মাধ্যমেও প্রকাশ করা হয়েছিল, মন্ত্রক এবং বিভাগগুলি ৬৭,০০০ বারের বেশি টুইট করেছে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো মন্ত্রক ও বিভাগের পক্ষ থেকে ১২৭টি বিবৃতি জারি করেছে। ■

৩৬৪.৫৩

কোটি টাকা আয় হয়েছে বর্জিতাংশ বিক্রি করে। সামরিক বিভাগ ২১২.৭৬ কোটি টাকা লাভ করে তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে, তারপরে রয়েছে কয়লা মন্ত্রক এবং রেল মন্ত্রক। তাদের আয় যথাক্রমে ৪৮.৫১ কোটি টাকা এবং ৩৩.০৫ কোটি টাকা।

এভাবেই প্রচার অভিযান চলে

ডাক ঘর
২৪০০০টি ডাক ঘরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।

রেল মন্ত্রক
৯৩৭৫টি রেলস্টেশনে অভিযান শুরু হয়েছে

প্রতিরক্ষা বিভাগ ৫৯২২টি মিশন স্থানে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ১১৫৫৯টি মিশন স্থানে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে।

ভারতে চালু হল প্রথম ডিজিটাল মুদ্রা ই-রুপি

ভারত বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল ডিজিটাল অর্থনীতিসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশ ২০২১-২০২২ সালে ৮৮.৪ বিলিয়ন অর্থ ডিজিটাল লেনদেন করেছে, চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয়রা এখন প্রতিদিন গড়ে ২৮.৮ কোটি ডিজিটাল লেনদেন করছে। এই ডিজিটাল ও স্বচ্ছ অর্থনীতি ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ১ নভেম্বর ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের প্রথম ডিজিটাল মুদ্রা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি-হোলসেল পাইলট প্রকল্প হিসাবে ই-রুপি চালু করেছে।

দেশের ডিজিটাল ই-রুপি (পাইকারি) চালু করার সঙ্গে সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশ্বের কয়েকটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যারা ইতিমধ্যে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি সরকারি সিকিউরিটিজ নিষ্পত্তির জন্য ব্যবহার করা হবে। এই পাইলট প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, ভবিষ্যতে অন্যান্য বড় অঙ্কের লেনদেনের জন্য ব্যবহার করা হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ১ ফেব্রুয়ারি বাজেটে ডিজিটাল মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিলেন।

ই-রুপি ডিজিটাল মুদ্রা যা ইউপিআই থেকে আলাদা। এটি আসলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জারি করা নোটের ডিজিটাল রূপ। এখানে টাকা ছাপানোর পরিবর্তে আরবিআই ইলেকট্রনিক টোকেন বা অ্যাকাউন্ট ইস্যু করবে, যার মূল্য হবে ভারতীয় টাকারই সমতুল্য। ইউপিআইয়ে লেনদেনের জন্য, একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা রাখতে হবে। অন্যদিকে ই-রুপি ছাপানো হয় না, ফলে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটি ই-ওয়ালেটে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যাইহোক, ডিজিটাল ই-রুপি দিয়ে লেনদেনের জন্য, টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বা প্রকৃত মুদ্রার আকারে জমা করতে হবে।

খুচরা ই-রুপি নির্বাচিত স্থান থেকে চালু করা হবে

- আরবিআই ঘোষণা করেছে যে শীঘ্রই ই-রুপি (খুচরা) পাইলট প্রকল্প হিসাবে চালু করা হবে। ই-রুপি (পাইকারি) নির্দিষ্ট কয়েকটি সংস্থার হাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ই-রুপি পাইকারি এবং খুচরা, দুটি ভিন্ন

- আরবিআই 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি' পাইকারি এবং খুচরা উভয়ের জন্য একটি পৃথক মুদ্রার ব্যবস্থা করেছে। এটি ব্লকচেইন প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
- পাইকারি মুদ্রা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করবে।
- দৈনন্দিন প্রয়োজনে মানুষ খুচরা ই-রুপি ব্যবহার করবে।

eRUPI PREPAID e-VOUCHER

"ডিজিটাল অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। এটি নিয়ন্ত্রণ করবে আরবিআই। ফিনটেকের ক্ষেত্রে সুযোগের নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। নগদ ছাপা, পরিচালনা এবং বণ্টনের বোঝাও হ্রাস পাবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

- বাজারে নগদ থাকলেও ই-রুপি ওয়ালেটে থাকবে।

শুরুতে এসব ব্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্ত হবে

- পাইলট প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, ইয়েস ব্যাঙ্ক, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক এবং এইচএসবিসি ব্যাঙ্ক।

ই-রুপি'র সুবিধা

- ডিজিটাল ই-রুপি হল মুদ্রার ডিজিটাল রূপ।
- ডিজিটাল মুদ্রা ঝুঁকিমুক্ত এবং এটি প্রকৃত মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করতে পারে।
- নগদ অর্থের উপর নির্ভরতা কমবে, এবং নোট ছাপানোর খরচ বাঁচবে।
- এটি একটি বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম তৈরির সুবিধাও তৈরি করবে।
- এটি জাল মুদ্রার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। ■

ইন্টারপোল ৯০তম সাধারণ সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

আঞ্চলিক বিকাশের জন্য বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার আহ্বান

বেদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে- আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ যার অর্থ, সব দিক থেকে সর্বোত্তম চিন্তা আসুক। ইন্টারপোলের ধারণাটি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে জড়িত। ইন্টারপোলের মূলমন্ত্র হল, 'নিরাপদ বিশ্বের জন্য পুলিশদের সংযুক্ত করা'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৮ অক্টোবর নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে ইন্টারপোলের ৯০তম সাধারণ সমাবেশে ভাষণ দেন এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে আঞ্চলিক বিকাশের, সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানান।

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক চাণক্য সর্বোত্তমভাবে আইন প্রয়োগের দর্শন ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর মতানুসারে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। চাণক্যের মতে, আইনের প্রয়োগ আমাদের যা নেই তা অর্জন করতে, আমাদের যা আছে তা রক্ষা করতে, যা সংরক্ষণ করেছি তা বৃদ্ধি করতে এবং সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে।
এটি আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি। সারা বিশ্বে পুলিশ বাহিনী শুধু মানুষকে রক্ষা করছে না, সামাজিক কল্যাণও নিশ্চিত করছেন। তাঁরা সমাজের যেকোন সংকটে প্রথম সারিতে থাকেন। কোভিড-১৯ মহামারির সময় তা সর্বাধিক লক্ষণীয় ছিল। ৯০তম ইন্টারপোল সাধারণ সমাবেশের উদ্বোধনে তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "সারা বিশ্বে পুলিশরা সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নেন। এমনকি তাঁদের অনেকেই জনগণের সেবায়

"বিশ্বজুড়ে সংকটের সময় পুলিশ বাহিনী প্রথম সারিতে থাকে। আমি সেই জওয়ানদের প্রশংসা করি যারা মানুষের সেবায় তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের প্রণাম জানাই। পৃথিবী থেমে গেলেও নিরাপদ রাখার দায়িত্ব শেষ হয় না। এমনকি মহামারি চলাকালীন, ইন্টারপোল সারা দিনরাত ধরে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছে।"

আমাদের পুলিশ বাহিনী শুধু জনগণকে রক্ষা করে না, আমাদের গণতন্ত্রেরও সেবা করে। আমাদের দেশে ৯০ কোটি যোগ্য ভোটার রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতে অবাধ, সুষ্ঠু এবং ব্যাপক নির্বাচন ব্যবস্থায় পুলিশদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য প্রায় ২৩ লক্ষ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়। বৈচিত্র্য ও গণতন্ত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের কাছে উদাহরণ স্বরূপ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের পুলিশ বাহিনী সংবিধানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেন, মানুষের বৈচিত্র্য ও অধিকারকে সম্মান করে।" প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, মাদক পাচার, চোরাচালান এবং সংগঠিত অপরাধের মতো বহু আন্তর্জাতিক সমস্যার কথাও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, "সারা বিশ্বে যখন কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা দেখা যায়, তখন প্রতিক্রিয়া কেবল স্থানীয় পর্যায়ে হতে পারে না! এই আশঙ্কাগুলি প্রতিহত করতে বিশ্বের সকলে দেশের একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।" এক নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "পুলিশ এবং আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য পদ্ধতি এবং প্রোটোকল তৈরি করতে হবে। পলাতক অপরাধীদের জন্য রেড কর্নার নোটিশ জারি করে ইন্টারপোল সাহায্য করতে পারে।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ইন্টারপোলের সভাপতি আহমেদ নাসের আল রইসি এবং মহাসচিব জার্গেন স্টক এবং সিবিআই ডিরেক্টর। ■

ইন্টারপোলের ৯০তম সাধারণ সমাবেশ ১৮-২১ অক্টোবর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে

- ইন্টারপোলের ৯০তম সাধারণ সমাবেশ ১৮-২১ অক্টোবর নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে মন্ত্রী, পুলিশ প্রধান, কেন্দ্রীয় ব্যুরো প্রধান এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাসহ ১৯৫টি ইন্টারপোল সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সমাবেশ হল ইন্টারপোলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এর কার্যকারিতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বছরে একবার এটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রায় ২৫ বছর পর ভারতে ইন্টারপোলের সাধারণ সমাবেশের বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শেষবার এটি হয়েছিল ১৯৯৭ সালে।
- ২০২২ সালে নয়াদিল্লিতে ইন্টারপোল সাধারণ সমাবেশের আয়োজন করার জন্য ভারতের প্রস্তাবটি সাধারণ পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি সমগ্র বিশ্বের সামনে ভারতের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি প্রদর্শন করার সুযোগ প্রদান করে।
- এতে ইন্টারপোলের ১৯৫টি সদস্য দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। এতে ভারত বিশ্বের সামনে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত তার সেরা অনুশীলনগুলি প্রদর্শন করেছে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্টারপোলের ৯০তম সাধারণ সমাবেশ উপলক্ষ্যে একটি স্মারক ডাকটিকিট এবং ১০০ টাকার মুদ্রা প্রকাশ করেছেন।

ইন্টারপোল ২০২৩ সালে শতবর্ষ পূর্ণ করবে

ভারতীয় পুলিশ বাহিনী ৯০০টিরও বেশি জাতীয় এবং দশ হাজারের বেশি রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ করে। বৈচিত্র্যময় ভাষা ও ঐতিহ্যের দেশে এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ।

ইন্টারপোল ২০২৩ সালে তার প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্ণ করবে।

আইনি কাঠামোর পরিবর্তন সত্ত্বেও ইন্টারপোল গত ৯৯ বছরে ১৯৫টি দেশের পুলিশ সংস্থাকে একীভূত করেছে।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের 'চিন্তন শিবির': সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মজবুত হবে

দেশের সংবিধানের মূলভাব, চেতনা এবং নাগরিকদের দায়িত্ব হল দেশের উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করা। এই পটভূমিতে, হরিয়ানার সূরজকুন্ডে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে 'চিন্তন শিবির' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই চিন্তন শিবিরের লক্ষ্য ছিল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ভিশন ২০৪৭' এবং উন্নত ভারতের জন্য 'পঞ্চ প্রাণ' মন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই দুটি বিষয়ের ঘোষণা করেছিলেন। ২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই শিবিরে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ, সাইবার অপরাধ ব্যবস্থাপনা, মহিলাদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সংবিধানের চেতনাকে সঙ্গী করে রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিক, রাজ্যের একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। প্রতিটি রাজ্য একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে, একে অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখবে এবং দেশের উন্নতির জন্য কাজ করবে। সংবিধান রাষ্ট্রগুলোকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কর্তৃত্ব দিলেও তারা দেশের অখণ্ডতা ও ঐক্য রক্ষার জন্যও অবিচ্ছেদ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের চিন্তিন শিবিরে বলেছেন, "আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা যদি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাই তবে আমাদের সামনে প্রতিটি সমস্যা নির্মূল হয়ে যাবে। প্রতিটি রাজ্যকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। যখন দেশের শক্তি বৃদ্ধি পায়, প্রতিটি নাগরিক এবং পরিবার শক্তিশালী হয়। এই সুশাসন দেশের প্রতিটি রাজ্যকে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। ভারত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত আইন-শৃঙ্খলা সংস্কার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "পঞ্চ প্রাণ দেশের প্রতিটি রাজ্যে সুশাসনের অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত। উন্নত আইন-শৃঙ্খলা পঞ্চ প্রাণের সংকল্পকে শক্তিশালী করে এবং সুশাসনের মাধ্যমে রাজ্যের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার সুযোগ প্রদান করে।"

চিন্তন শিবিরে ছয়টি অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়

- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ ২৭ এবং ২৮ অক্টোবর 'চিন্তন শিবির'-এর সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৮ অক্টোবর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চিন্তন শিবিরে ভাষণ দেন।

চিন্তিন শিবিরের ছয়টি অধিবেশনে কয়েকটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থা সকলেই দুদিনের চিন্তন শিবিরে অংশ নিয়েছিল।

- চিন্তন শিবিরে, সাইবার অপরাধ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ইকো-সিস্টেম বিকাশ, পুলিশ বাহিনীর আধুনিকীকরণ, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, স্থল সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় নিরাপত্তা এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়।
- দেশে নারীদের নিরাপত্তা এবং তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। শিবিরের লক্ষ্য ছিল জাতীয় নীতি প্রণয়ন এবং পূর্বোক্ত পরিকল্পনাগুলি উন্নত করা। ■

সংহতির মন্ত্রকে সঙ্গী করে

বিপ্লবীরা 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর চেতনাকে শক্তিশালী করেছিলেন

ভারতীয় বিপ্লবীরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপ্রাণ লড়াই করেছিলেন। ভারতীয়দের উপর ব্রিটিশদের শোষণ- নিপীড়নের মাত্রা যখন অতিক্রম করে, তখন স্বাধীনতাপ্রেমীরা ব্রিটিশদের উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। সারা দেশের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভারত 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদযাপন করছে যা আজকের প্রজন্মের জন্য একটি 'সংস্কার উৎসব'। এছাড়াও, এখনই আদর্শ সময় 'সংকল্পের মাধ্যমে সিদ্ধি' অর্জন করার, আমাদের স্বপ্নের ভারত গড়ে তোলার। 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' সিরিজে সেই সকল জাতীয় বীরদের সম্পর্কে জানুন যারা সংহতির মন্ত্রে 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর চেতনাকে শক্তিশালী করেছিলেন।

কর্তার সিং সরভা

ভগৎ সিংয়ের অনুপ্রেরণা ছিলেন

জন্ম- ২৪ মে, ১৮৯৬। মৃত্যু- ১৬ নভেম্বর, ১৯১৫

বিখ্যাত বিপ্লবী ভগৎ সিং লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন। কিন্তু আপনি কি জানেন ভগৎ সিংয়ের আদর্শ কে ছিলেন? তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী কর্তার সিং সরভা, ভগত সিং যার ছবি তাঁর পকেটে রাখতেন। শুধু ভগত সিং নয়, সরভা ছিলেন আরও অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস। মহান বিপ্লবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী কর্তার সিংকে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৮৯৬ সালের ২৪ মে পাঞ্জাবের সরভা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রায় প্রতি বছরই ওই গ্রামে খরার প্রকোপ দেখা দিত। সেই কারণে কর্তার সিং আরও ভালো সুযোগের সন্ধানে ১৯১২ সালে সান ফ্রান্সিসকো চলে যান। তিনি বার্কলেতে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। আমেরিকায় তীব্র বর্ণবাদ তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তিনি ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নির্মূল করার লক্ষ্যে ১৯১৩ সালে ওরিগনে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গদর পার্টির সদর দফতর ছিল সান ফ্রান্সিসকোতে। সরভা সক্রিয়ভাবে গদর পার্টির কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে শুরু করেন। তিনি গদর পত্রিকার পাঞ্জাবি সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে, গদর পার্টির কর্মীরা এটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করার সুযোগ হিসাবে দেখেছিল। গদর পার্টি বিদেশে ভারতীয়দের সংগঠিত করার পরিকল্পনা করেছিল। কর্তার সিং ১৯১৪ সালে ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে, গদর পার্টির বেশ কয়েকজন কর্মীকে ব্রিটিশরা গ্রেফতার করে। অপরদিকে কর্তার সিং এবং রাসবিহারী বসুর মতো বিপ্লবীরা পাঞ্জাবের সেনানিবাসগুলিতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গদর পার্টির কর্মীদের পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের আগেই ব্রিটিশরা তা জানতে পেরেছিল এবং কর্তার সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা হিসাবে পরিচিত, বন্দি কর্মীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছিল। কর্তার সিং সরভা আদালতে ক্ষমা চাননি এবং গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, "আমার দায়িত্ব দেশের জনগণকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একত্রিত করা।" তাঁর এই নিবিড় দেশপ্রেম বিচারকদের প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করেছিল। ১৯১৫ সালের ১৬ নভেম্বর ১৯ বছর বয়সি সরভা এবং তাঁর সঙ্গী বিষ্ণু গণেশ পিংলেকে লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হয়।

গ্রামাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতার পরিসীমা সম্প্রসারণ করা

পরিচ্ছন্ন থাকলে আমাদের মনও শুদ্ধ থাকে। জীবনে পরিচ্ছন্ন থাকা মানে আমরা রোগের কবলে পড়ব না, যা আমাদের আর্থিক অবস্থানকেও শক্তিশালী করবে। ছোটখাটো সতর্কতা অবলম্বন করলেই আমরা বড় রোগ থেকে দূরে থাকতে পারি। আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে পরিচ্ছন্নতা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখে, ভারত সরকার ২০১৪ সালে দেশকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত করার লক্ষ্যে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' অভিযান শুরু করেছিল।

- স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ-এর অধীনে ১০ কোটিরও বেশি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
- এই মিশনের অধীনে ৬ লক্ষেরও বেশি গ্রামকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
- ভারতের গ্রামাঞ্চলে পরিচ্ছন্নতার অন্তর্ভুক্তি ১৯৮১ সালে মাত্র ১% ছিল, যা ২০১৯ সালে বেড়ে ১০০% হয়েছে।
- 'স্যানিটেশন কভারেজ' বা পরিচ্ছন্নতা অন্তর্ভুক্তি বলতে জনসংখ্যার সেই শতাংশকে বোঝায় যাদের বাড়িতে শৌচাগার রয়েছে।

দীনবন্ধু স্যার ছোটু রাম

কৃষকদের পক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন

জন্ম- ২৪ নভেম্বর, ১৮৮১। মৃত্যু- ৯ জানুয়ারি, ১৯৪৫

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনবন্ধু স্যার ছোটু রাম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে লড়াই করেছিলেন। তিনি কৃষকদের 'মসিহা' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮৮১ সালের ২৪ নভেম্বর বর্তমান হরিয়ানার ঝাজ্জারের একটি ছোট গ্রাম গড়ি সাম্পলায় এক অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, একবার এক মহাজন ঋণ না দিয়ে চৌধুরী ছোটু রামকে পাটোয়ারী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সে সময় মহাজন হয়তো কল্পনাও করেনি যে তিনি যাকে পরামর্শ দিচ্ছেন সে একদিন হাজার হাজার পাটোয়ারীর ভাগ্য নির্ধারণ করবে। শুধুমাত্র নিজের যোগ্যতার জোরে চৌধুরী সাহেব পাঞ্জাবের রাজস্ব মন্ত্রীও হয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে যখন রোহতকে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল, তখন ছোটু রাম এর সভাপতি হন কিন্তু অসহযোগিতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের জন্য তিনি চলে যান। তিনি ইউনিয়নিস্ট পার্টি গঠন করেন এবং তাঁর দল ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং তিনি উন্নয়ন ও রাজস্ব মন্ত্রী হন। চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন যে "চৌধুরী ছোটুরাম কেবল উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করতে জানেন না, সেই লক্ষ্যগুলি অর্জনের উপায়ও জানেন।" চৌধুরী ছোটুরামকে তাঁর সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংস্কারকদের একজন বলে মনে করা হয়। তিনি ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষদের দৃঢ় কণ্ঠ। তিনি দেশের বিভাজনকারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি দেশে সমস্যা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো বুঝতেন। কথিত আছে যে, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বিশাল অংশে তাঁর প্রভাব এতটাই ব্যাপক ছিল যে, এমনকি ব্রিটিশ প্রশাসকরাও তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করার আগে একশোবার ভাবতে বাধ্য হন।

শুধু তাই নয়, ভাকড়া বাঁধের মূল চিন্তাভাবনা ছিল ছোটু রামের মস্তিষ্কপ্রসূত। তিনি বিলাসপুরের রাজার সঙ্গে ভাকরা বাঁধের চুক্তি করেছিলেন। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মানুষ আজও এই বাঁধের সুবিধা পাচ্ছেন। কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতির জন্য ছোটু রামের সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারের সংকল্পে দৃশ্যমান। তাঁদের ক্ষমতায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে তাদের মানসম্পন্ন বীজ, সার বণ্টন করা, উৎপাদিত পণ্য বাজারে পৌঁছে দেওয়া। কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায়, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা থেকে ফসল রক্ষা করতে পারেন, তার জন্য আধুনিক বীজ, পর্যাপ্ত ইউরিয়া এবং সঠিক সেচ ব্যবস্থার গড়ে তোলার পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের ৯ অক্টোবর হরিয়ানার সাম্পলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছোটু রামের মূর্তি উন্মোচন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "চৌধুরী ছোটু রাম সেই সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে একজন যারা ভারতের এই অংশে স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।" তিনি ছোটুরামকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যিনি বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের উন্নতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছিলেন।

শান্তি ঘোষ মাত্র ১৫ বছর বয়সে

একজন ব্রিটিশ অফিসারকে গুলি করেছিলেন

জন্ম- ২২ নভেম্বর, ১৯১৬। মৃত্যু- ২৮ মার্চ, ১৯৮৯

স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তি ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৯১৬ সালের ২২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শান্তির বাবা দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা বাড়িতেই হয়েছিল এবং গৃহশিক্ষাই জন্মভূমির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার চেতনা জাগ্রত করেছিল। শান্তি ঘোষ কুমিল্লার ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলে যোগদান করেছিলেন। এই পার্টির মূল লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

এই সংগঠনটি শান্তিকে অসি চালনা এবং লাঠি চালানো সহ বিভিন্ন অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। পরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রচারণার জন্য নির্বাচিত করা হয়। ১৫ বছর বয়সি শান্তি ঘোষ তাঁর খুড়তুতো বোন সুনীতি চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা

মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুসারী মীরাবেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন

জন্ম- ২২ নভেম্বর, ১৮৯২। মৃত্যু- ২০ জুলাই ১৯৮২

বিশ্বজুড়ে মহাত্মা গান্ধীর অগণিত অনুগামী ছিলেন। কিন্তু এই অনুসারীদের মধ্যে একজন ধনী মহিলা ছিলেন যিনি সত্য ও অহিংসার পথে চলার জন্য তাঁর নিজ দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি হলেন মীরাবেন, তাঁর আসল নাম ছিল ম্যাডেলিন স্লেড। তাঁর বাবা ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা এডমন্ড স্লেড। মীরাবেন ১৮৯২ সালের ২২ নভেম্বর ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ভারতকে নিজগৃহ করে তুলেছিলেন। মীরাবেন তাঁর জীবন মহাত্মা গান্ধীর নীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা, যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন।

তিনি প্রায় ৩৪ বছর ভারতে বসবাস করেছিলেন। মীরাবেন ১৯২৫ সালের ৭ নভেম্বর আহমেদাবাদে পৌঁছান, সেইসময় তাঁকে মহাদেব দেশাই, বল্লভভাই প্যাটেল এবং স্বামী আনন্দ অভ্যর্থনা জানান। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে সবরমতী আশ্রমে থাকতে দেন এবং তাঁর নাম রাখেন মীরাবেন। তারপর থেকে, মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে তিনি সর্বদা মহাত্মার সঙ্গে থাকতেন। কথিত আছে, বাপু মীরাবেনকে নিজের মেয়ে মনে করতেন। ভারতে আসার পর প্রথমদিকে মীরাবেন হিন্দি ভাষা শিখেছিলেন এবং ভারতের বিষয়ে জানতে এবং বুঝতে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদানের জন্য মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনিও লন্ডনে গিয়েছিলেন। লন্ডন থেকে ভারতে ফিরে আসার পর, তিনি খাদির প্রচার শুরু করেন এবং এর জন্য সারা দেশে ভ্রমণ করেন। মীরাবেন একটি সাধারণ ধুতি পরতেন, সুতা কাটতেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর বাণী অনুসরণ করে সর্বদা অহিংসার বার্তা প্রচার করতেন। তিনি ইয়ং ইন্ডিয়া এবং হরিজন পত্রিকার জন্য অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং হেফাজতে রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশরা ভারতে থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে ইউরোপ এবং আমেরিকায় তথ্য পাঠানোর অভিযোগও এনেছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়ও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মীরাবেন ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট থেকে ১৯৪৪ সালের ৬ মে পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী, তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধী, সচিব মহাদেবভাই দেশাই, পেয়ারেলাল নায়ার, সরোজিনী নাইডু এবং ডক্টর সুশীলা নায়ারের সঙ্গে পুনের আগা খান প্রাসাদে বন্দি ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালে হৃষীকেশের কাছে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী ১১ বছরে, তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। মীরাবেন ১৯৫৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ইংল্যান্ডে চলে যান। এক বছর পরে, তিনি ভিয়েনায় চলে যান এবং সেখানে তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। ভারত সরকার ১৯৮২ সালে তাঁকে পদ্মবিভূষণ পুরস্কার প্রদান করেন। ১৯৮২ সালের ২০ জুলাই মীরাবেনের মৃত্যু হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস জিওফ্রে বাকল্যান্ড স্টিভেনসের কাছে যান বড়দিনের আগে তাকে মিষ্টি এবং চকলেট দেওয়ার অজুহাতে। স্টিভেনস সেগুলি খেয়ে বলেন, "এগুলো খুবই সুস্বাদু!" এই কথা শুনে শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী তাঁদের শালের নিচে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা বের করে বললেন, "আচ্ছা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এখন কেমন লাগছে বলুন?" আর তারপরই তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরপরই ম্যাজিস্ট্রেট মারা যান। এই ঘটনার পর, শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার জন্য বিচার করা হয়। অল্প বয়সের কারণে দুজনকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং খড়গপুরের হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। তাকে তাঁর বোন সুনীতির থেকে আলাদা ব্যারাকে রাখা হয়েছিল। যাইহোক, ১৯৩৯ সালে মহাত্মা গান্ধী এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আলোচনার ফলস্বরূপ, তিনি সাত বছরের কারাবাস ভোগ করার পর মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি বেঙ্গলি উইমেন্স কলেজে যোগ দেন এবং পড়াশোনা শেষ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত এবং আবার ১৯৬৭ সালে থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় 'অরুণ বহ্নি' নামে তাঁর আত্মজীবনীও লিখেছেন। ১৯৮৯ সালের ২৮শে মার্চ শান্তি ঘোষের মৃত্যু হয়। তার আগে পর্যন্ত তিনি দেশের উন্নতির জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন। ■

PMO India @PMOIndia

India is scaling new heights with @makeinindia and Aatmanirbhar Bharat Abhiyan. The initiatives have led to a significant rise in number of exports.

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India
@DefenceMinIndia

आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, राष्ट्र को 75 Infrastructure projects समर्पित करना, BRO की नई सोच, नया उत्साह, और देश के प्रति ज़िम्मेदारी की भावना को दिखाता है। BRO ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा हूँ, कि पिछले कुछ सालों में समूचे देश की सोच में एक बड़ा परिवर्तन आया है: RM

Amit Shah @AmitShah

हम भारत की किसी भी भाषा व बोली को लुप्त नहीं होने देंगे।

मेरा युवाओं से आग्रह है कि आप कोई भी भाषा सीखो मगर अपनी मातृभाषा कभी मत छोड़ना क्योंकि व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने, निर्णय पर पहुंचने व विश्लेषण की प्रक्रिया करने का सबसे अच्छा माध्यम उसकी मातृभाषा होती है।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

Connecting Ashtalakshmi with Prosperity under the leadership of PM Shri @narendramodi Ji.

The project for 4-Laning of Jorabat Shillong (Barapani) stretch in Meghalaya, was developed on BOT (Annuity) mode and inaugurated on 1st May 2015.
#PragatiKaHighway #GatiShakti

Piyush Goyal @PiyushGoyal

A reason why India is being called a global bright spot is the strength of its core industries.

Output of 8 core industries in September grew 7.9%

Bhupender Yadav @byadavbjp

Congratulations all!

Happy to inform that Ranipur Tiger Reserve in Uttar Pradesh has become the 53rd tiger reserve of India.

Spread over 529.36 sq km (core area 230.32 sq km & buffer area 299.05 sq km), the new tiger reserve will strengthen our tiger conservation efforts.

■ Modi govt aims to provide 10 lakh jobs in the next 1.5 years

PM kicks off 'Rozgar Mela'; 75K get appointment letters

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, OCT. 22

On Dhanteras, Prime Minister Narendra Modi launched "Rozgar Mela" the recruitment drive that will provide jobs to 10 lakh people in the coming days. During the ceremony, appointment letters were handed over to 75,000 newly inducted appointees at various levels in 38 ministries of the Government of India.

This is the first tranche of appointment letters from the government after the PM in June announced that his government will provide 10 lakh jobs in the next 1.5 years. Some then, all ministries have been asked to fill up all concerned vacancies.

Addressing the Rozgar Mela, the PM said his government is working towards softening the blow of economic losses that several countries, including India, are facing due to the Covid-19 pandemic.

"It is a fact that the global situation is not very good. Several large economies are struggling, in several countries, problems such as high inflation and unemployment are at their peak. The collective efforts of the once-in-a-century pandemic will not go away in 10 days. But despite this crisis faced the world over, the impact of which is being felt everywhere, India is taking new initiatives and some risks to save our country from being affected by these problems. We are working to soften this impact on our country. ■ Turn to Page 4

Prime Minister Narendra Modi addresses the launch of "Rozgar Mela" via video conferencing from New Delhi in Dhamtari on Saturday. — PTI

PM Awas Yojana is a tool to fulfil the poor's dreams: PM

Attends virtually 'griha pravesh' of 4.5L in MP

AGE CORRESPONDENT
BHOPAL, OCT. 22

Prime Minister Narendra Modi on Saturday said that the Prime Minister Awas Yojana (PMAY) has become a tool for social and economic empowerment of the poor in the country.

Taking part in the 'griha pravesh' of 4.5 lakh homes/houses in Madhya Pradesh under the scheme virtually, Mr Modi said, "Today is the beginning for 4.5 lakh brothers and sisters of Madhya Pradesh who are performing griha pravesh in their own pucca houses."

The griha pravesh event coincided with the auspicious Dhanteras festival.

Mr Modi said that there was a time when only wealthy people celebrated Dhanteras by purchasing expensive assets like houses or cars. But "it is the new India of today where the poor are performing griha pravesh in their own houses on Dhanteras."

He said that his government is trying to have fulfilled the biggest dream of the country's 3.5 crore homeless.

Mr Modi said that the government understood the wishes and needs of the poor, which are reflected in the homes built under the scheme. ■ Turn to Page 4

'Modern connectivity strengthens security'

PM launches road, ropeway projects worth over ₹ 400 cr in Uttarakhand

STATESMAN NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER

Launching road and ropeway projects worth over Rs 400 crore in Uttarakhand, Prime Minister Narendra Modi today underlined that modern connectivity was a guarantee of national defence and highlighted how his government has worked on expanding border connectivity from Arunachal Pradesh to Jammu and Kashmir to strengthen the country's security.

Addressing a gathering, he explained how under the "Bharatmala" connectivity scheme, border areas of the country were being connected with the first and widest highways and how the connectivity of India's seaborne trade was being strengthened under the "Sagarmala" scheme.

Earlier in the day, the PM visited Kedarnath and performed darshan and puja at Shri Kedarnath Temple.

He also visited the Adi Guru Shankaracharya Samadhi Sthal and reviewed the work in progress along Mandakini to Ashtapath and Saraswati Ashtapath.

Mr Modi also visited Badrinath and performed darshan and puja at Shri Badrinath Temple. He then reviewed the work in progress along the Alaknanda riverfront.

Recalling his appeal to the nation from the ramparts of the Red Fort to break free from the colonial mindset, he regretted that the necessities of slavery had attached the nation to profoundly that some people considered the development work in the country as a crime. "The progress made in the development of the country was being weighed upon a beam scale of slavery," he added.

He also observed that for a long time, the places of worship in the country have been buried, shrouded in darkness. The dilapidated condition of shrines was a clear sign of the slavery mentality. He said, adding that even the Parliament House, the nerve centre of our country, was not an exception.

The spiritual centres of India reached a neglected state under the rule of the former governments.

He was of the view that the previous governments had forgotten what these spiritual centres meant to centres of Indians. "Today Kashi Vigan, Ayodhya and many more spiritual centres are becoming the bright and proud legacy. Kedarnath, Badrinath, and Uttarakhand Dham are holding the fort while connecting the seven with new technology," he noted.

The PM underlined another aspect of rejuvenation of these places of faith i.e. aspect of Ease of Living of people in the hilly areas and employment opportunities for the youth of these areas. "Roads, roads, and roads are having employment with them and make life easy and empowered. These facilities enhance tourism and make transportation easy in hilly areas. Towns are also being planned to be developed to improve logistics in these difficult areas," he added.

Praising local products and efforts of local self-help groups, he appealed to the people who go on holiday to any part of the country to set aside five per cent of their travel budget to buy local products. This will give a big push to local products and will give immense satisfaction to you too," he told the gathering.

The PM expressed that the realisation of the potential of hilly areas was not easy against them. Their handicaps were compounded when they were cared as an excuse to deprive them of essential facilities. Now, his government, he claimed, changed this trend. He also threw light on the Parivartanik Yojana which was improving the connectivity of hilly areas. He pointed out that the construction of a huge network of ropeways has begun under this scheme in Himachal and Uttarakhand Pradesh.

■ PM Modi visited Badrinath and performed darshan and puja at Shri Badrinath Temple.

■ He then reviewed the work in progress along the Alaknanda riverfront

■ He also visited the Adi Guru Shankaracharya Samadhi Sthal and reviewed the work in progress along Mandakini to Ashtapath and Saraswati Ashtapath

PM to visit Ayodhya on Diwali eve: On the eve of Diwali, Prime Minister Narendra Modi will visit Ayodhya on Sunday.

The PM will perform darshan and aarati/Shagun from Shri Ramlala Virajmaan, followed by an inspection of the three from Janmabhoomi Samiti Kshetra also. Then, he will perform the Kapshkhdyak of the symbolic Shagun Shree Ram.

He will also witness Aarti at the New Ghat, Sarjoo river, which will be followed by the commencement of the grand Deepotsav celebrations by him.

Even remotest areas set to be digitally connected, says Modi

STATESMAN NEWS SERVICE

India needs to counter poison of divisiveness with *amrit* of unity: PM

Chintan Shivir: PM to address HMs of states

The conclave will be held at Surajkund in Haryana on 27-28 October

'Lord Ram inspiration behind 'Sabka Saath Sabka Vikas'

Ram ki Pauri illuminated with 21.15 lakh earthen lamps during Deepotsav celebrations on the eve of Diwali festival in Ayodhya on Sunday.

PM: India committed to tackle climate change

India, UK for fair FTA asap: PM after talks with Sunak

RNI No.:
DELBEN/2020/78825
November: 16-30, 2022

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing November 2, 2022, Pages -52)

আন্তর্জাতিক সৌর জোট

ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবনার 'সারথি'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'এক সূর্য-এক বিশ্ব-এক গ্রিড' এবং পরিবেশ-বান্ধব জীবনধারার মন্ত্র আজ বিশ্ব মঞ্চে অনুরণিত হচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেবল প্রতিশ্রুতি পূরণ নয়, বরং তিনি পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা গড়ে তোলার মন্ত্রে বিশ্বাসী। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্যারিস জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের সময় ভারত ও ফ্রান্স যৌথভাবে ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সূচনা করেছিল। ১৫টি দেশের ফ্রেমওয়ার্ক স্বাক্ষরের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই জোটে বর্তমানে ১০৯টি সদস্য এবং স্বাক্ষরকারী দেশ রয়েছে। এটি প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার সদর দফতর রয়েছে ভারতে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে, আবারও ভারতকে সভাপতি এবং ফ্রান্সকে সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

"আন্তর্জাতিক সৌর জোট বিশ্বের কাছে আশার আলো হয়ে উঠল। আইএসএর সদর দফতর ভারতে হওয়ায় ভারতীয়রাও খুশি হয়েছেন। আমি মনে করি একবিংশ শতাব্দীতে ভবিষ্যতে যখনই মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে বড় সংগঠনের কথা বলা হবে, তখনই আইএসএ'র নাম শীর্ষে থাকবে। আইএসএ-এর মাধ্যমে আমরা জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশাল মঞ্চ তৈরি করেছি। একইসঙ্গে আমরা আগামী প্রজন্মকে মানবতার সঙ্গে সম্পর্কিত এক কাঙ্ক্ষিত উপহার দিতে পেরেছি।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

Bengali

Editor in Chief
Satyendra Prakash,
Principal Director General,
Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
Manish Desai, Director General,
on behalf of **Central Bureau Of Communication**

Published from:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at
Infinity Advertising services Pvt.Ltd.
FBD-One Corporate Park, 10th floor,
New Delhi-Faridabad border,
NH-1,Faridabad-121003